পঞ্চম অধ্যায়

পাপের বিস্তার

(Spread of Sin)

১। প্রথম পাপের পরিণাম

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের দ্বারা কার কথা সত্য প্রমাণিত হল? ৭ পদে আমরা তার উত্তর পাই। ৭ পদে বলা হয়েছে, ***"তাতে তাদের উভরের চোখ খুলে গেল, এবং তারা বুঝতে পারল যে তারা উলঙ্গ; আণর ডুমুর গাছের পাতা সিঙ্গ ইয়া ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করে নিল"*** (৩:৭)। আপাত দৃষ্টিতে শয়তানের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল; কারণ, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তারা মৃত্যুতে পতিত হয়নি। তাহলে কি ঈশ্বরের কথা মিথ্যা? ***"যেদিন তার ফল খাবে, সেদিন মরিবেই মরিবে"***— এই কথার অর্থ প্রথমে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এই কথার দ্বারা ঈশ্বর নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের সেই নির্দিষ্ট দিনে আদমের মৃত্যুকে নির্দেশ করেননি। কিন্তু এই কথাকে ইব্রীয় প্রবাদ-বাক্য হিসাবে ধরতে হবে, যার দ্বারা **"মৃত্যু যে অবশ্যই ঘটবে,"** তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরণের প্রবাদ-বাক্য ১ রাজা ২.৩৭ পদে দেখতে পাওয়া যায়, ***"তুমি যেদিন বের হয়ে কিদ্রোণ স্রোত পার হবে, সেদিন অবশ্য হত হবে।"*** আবার, যাত্রা ১০.২৮ পদেও দেখতে পাওয়া যায়, ***"যেদিন আমার মুখ দেখবে, সেদিন মরবে।"*** তাই, আদি ২.১৭ পদের অর্থ— "নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের নির্দিষ্ট দিনে তাদের মৃত্যু হবে"— এমন নয়; কিন্তু **"নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত বা অনিবার্য।"** তাই, এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের নিদিষ্ট দিনে আদম ও হবার শারিরিক মৃত্যু না হলেও, মৃত্যু তাদের জীবনে অনিবার্যভাবে নেমে এসেছিল।

কেবল তাই নয়, মৃত্যুর জন্য এখানে যে হিব্রু শব্দ *(muth)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা যদিও সাধারণভাবে শারিরিক মৃত্যুকেই (৩.১৯) নির্দেশ করা হয়; তথাপি সামগ্রিক বাইবেলের শিক্ষাকে মাথায় রাখলে আমরা উপলব্ধি করি যে, জীবনের গভীরতম অর্থ হল, **"ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা।"** অতএব, মৃত্যুর গভীরতম অর্থ হল, **"ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ।"** তাই, ২.১৭ পদে যে মৃত্যু সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে, তা আধ্যাত্মিক মৃত্যু, অর্থাৎ "ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদকেও" নির্দেশ করে। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আদম ও হবা ঈশ্বরের মনোরম সহভাগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং তাদের জন্য আজ প্রত্যেকটি মানুষ স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিক মৃত্যুর পরিস্থিতিতে আছে (ইফি ২:১-২; রোমীয় ৫:১২)। এই আধ্যাত্মিক মৃত্যু তাদের জীবনে ৩টি তাৎক্ষণিক পরিণাম বা ফল বয়ে এনেছিল— (১) লজ্জ্যা, (২) ভয় এবং (৩) নিজের দোষ এড়ানো।

১। লজ্জ্যা— নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের পর আদম ও হবা প্রথমেই দারুনভাবে নিরাশাগ্রস্ত হয়। কারণ শয়তনের কথায় বিশ্বাস করে তারা ফল খেয়েছিল, কিন্তু শয়তানের কথা মত ঈশ্বর হবার সাধ তাদের পূর্ণ হল না। কেবল তাই নয়, তাদের উপর লজ্জ্যার ঘন ছায়া নেমে এল। ৭ পদানুসারে, ***"তাদের উভয়ের চোখ খুলে গেল, তারা বুঝতে পারল যে, তারা উলঙ্গ; আর তারা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে ঘাগ্‌রা তৈরী করে নিল।" "তাদের চোখ খুলে গেল"***— কথার অর্থ এই নয় যে, তারা এর আগে চোখে দেখতে পেত না। না, তারা তাদের চোখ দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে দেখেছে, তাঁর সুন্দর সৃষ্টি তথা এদেন উদ্যানকে দেখেছে, তারা একে অন্যকে দেখেছে। কিন্তু এখন তারা অপরাধী বিবেকের সামনে নিজেদের দেখবার সুযোগ পেল। আর আত্মোপলব্ধির দ্বারা তারা যা দেখতে পেল, তা তারা ঘৃণা করল। **"তারা বুঝতে পারল যে তারা উলঙ্গ।"** এর আগে কি তারা উলঙ্গ ছিল না? অবশ্যই ছিল, এবং তারা জানতও যে তারা উলঙ্গ, কিন্তু তাদের লজ্জ্যা ছিল না (২:২৫)। অপরাধী সংবেদের সামনে তারা আর নিজেদের সহ্য করতে পারল না, লজ্জ্যা তাদের উপর চেপে বসল। সেই লজ্জ্যাকে ঢাকতে তারা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে ঘাগ্‌রা তৈরী করল।

আপনি কি আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে কখনও নিজেকে ঘৃণা করেছেন? তখন আপনি কী করেছেন? মানুষ আমরা প্রত্যেকে যখন কোন বিষয়ে লজ্জ্যা পাই, এবং যখন তা অন্যে দেখলে খুবই লজ্জ্যার বিষয় হবে বলে মনে করি, তখন তা ঢাকতে চাই (যেমন আমার ভুড়ি)। তাই, আমরা আমাদের মেক-আপের দ্বারা, পরিধানের দ্বারা, আভরণের দ্বারা বা কেশ-বিন্যাশর দ্বারা

আমাদের সঠিক আকারকে ঢেকে নিজেদের সুন্দর করে প্রকাশ করতে চাই। কেবল শারিরিক সৌন্দর্য নয়, সমাজে আমাদের প্রতিপত্তি বাড়াতে আমাদের নামের পূর্বে উপাধি বা অলঙ্কার গ্রহণ করতেও আমরা ভালবাসি, আমাদের শিক্ষা, কর্ম ও বংশ পরিচয়ের লম্বা ফর্দ করতে ভালোবাসি। নিজের সাহসী, দয়ালু, উদার ও প্রেমিক ভাবমূর্তিকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। কারণ, আমরা আমাদের ভিতরের লজ্জ্যার আকারকে ঢাকতে চাই।

২। ভয়— প্রথম পাপের পরবর্তী ফল হল ভয়। আদম ও হবার উপর ভয় এমনভাবে চেপে বসল যে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেদের লুকাতে চাইল। ভালোবাসার পিতা হিসাবে সন্তানের খোঁজ নিতে দিনের শেষে ঈশ্বর যখন তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তারা গাছের আড়ালে নিজেদের লুকালো (৮ পদ)। পরে ঈশ্বর যখন আদমকে ডাক দিলেন, ***"তুমি কোথায়?"*** আদমের উত্তর, ***"আমি উদ্যানে তোমার রব শুনে ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, নিজেকে লুকিয়েছি"*** (৯, ১০ পদ)। অপরাধবোধ তাদের হৃদয়ে ভয়কে জন্ম দিয়েছে, তাদের পাপের জন্য ঈশ্বরের শাস্তিকে চিন্তা করে, তাদের এই ভয়।

নিজেদের পাপ উপলব্ধি করার পর আদম ও হবার উচিৎ ছিল, ভালোবাসার পিতার কাছে এসে তাদের পাপ স্বীকার করা, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। কিন্তু সাহায্যের আশায় ঈশ্বরের কাছে না এসে, ভয়ে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পালাল। যদিও সেদিন ঈশ্বর ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তাদের কাছে আসেননি; তবুও তারা ভয়ে নিজেদের লুকিয়েছিল। আমরাও তাদের অনুসরণ করে চলেছি। আমার মেয়ে শ্যারণ ছোটবেলায় বুড়ো আঙ্গুল চুষতে ভালবাসত। অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও ও এই বদ অভ্যাস ছাড়তে পারছিল না। কিন্তু যখনই বাবা বা মায়ের চোখে ও ধরা পড়ত, তখনই ঐ আঙ্গুল মুখ থেকে বের করে, পেছনে লুকাতো। ওকে এমন কাজ করতে কে শিখিয়েছে? কেউ না। কিন্তু অপরাধবোধ শ্যারণকে নিজের আঙ্গুল লুকাতে বাধ্য করেছে।

পাপ করার পর, আমরাও একইভাবে প্রথমে সেই পাপকে ঢাকতে চাই; তারপর, সেই পাপের প্রতি শাস্তির কথা চিন্তা করে আমরা ভয় পাই, ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেদের লুকাই বা ঈশ্বরের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করি। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্যি কি পালানো সম্ভব? তার কাছ থেকে আমরা কোথায় পালাতে পারি? ঈশ্বরের কাছ থেকে পালানো অসম্ভব। কারণ তিনি সর্বত্র আছেন এবং তিনি সবই জানেন। দায়ূদ এই কথা সুন্দরভাবে ১৩৯ গীতে প্রকাশ করেছেন (বিশেষত ৭, ৮ পদ)। ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে লুকানোকে ২ বছরের শিশুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

৩। নিজের দোষ এড়ানো— লজ্জ্যা ও ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দোষকে এড়াতে আদম ও হবা বিভিন্ন অজুহাতকে খাড়া করল। ১০ পদে আদম বলেছে, ***"আমি ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ।"*** আদম এর আগে উলঙ্গ হয়েই ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছে— তখন কিন্তু সে ভয় পায়নি। এখন সে উলঙ্গতার কারণে যে ভয় পেয়েছে, তা নয়; কিন্তু এখন সে তার নিজের পাপের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তির কথা চিন্তা করে ভয় পেয়েছে। কিন্তু আদম সে কথা স্বীকার করেনি; পরিবর্তে উলঙ্গতার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়েছে। এর পর ঈশ্বর যখন তার ভয়ের সঠিক কারণ জেনে প্রশ্ন করলেন, ***"যে গাছের ফল খেতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছ?"*** (১১)। এর সত্য উত্তর এমন হওয়া উচিৎ ছিল, *"হ্যাঁ, আমি তা খেয়েছি, আপি অপরাধী।"* (আমার মেয়ে, সারার উদাহরণ)। কিন্তু নিজের দোষ এড়িয়ে গিয়ে আদম নিজের স্ত্রীর উপর দোষ চাপাল, ***"তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছিল, তাই খেয়েছি"*** (১২)। এর দ্বারা কেবল হবার উপর দোষ চাপানো নয়; বাস্তবে, ঈশ্বরের প্রতিও আঙ্গুল তোলা হয়েছে— *"যে স্ত্রী আমাকে পাপ করতে বাধ্য করেছে, তাকে তুমি দিয়েছিলে; তুমি যদি কোন ভাল স্ত্রীকে দিতে, তাহলে এমন ঘটনা কখনও ঘটত না।"* হবাও একইভাবে, নিজের দোষ এড়াতে সাপের অজুহাত দেখিয়েছে— ***"সাপ আমাকে ভুলিয়েছে, তাই খেয়েছি"*** (১৩)।

একবিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরাও একইভাবে আদম ও হবাকে অনুসরণ করে চলেছি। নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার পরিবর্তে বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে, নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চাই। নিজেদের পাপ বা অপরাধ আমাদের হৃদয়ে লজ্জা, ভয় ও ঘৃণা তৈরী করে; কিন্তু এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে আমরা আদমের পথ অবলম্বণ করি, ***"এটা আমার দোষ নয়, আমি আমার পরিবেশ বা পরিস্থিতির বলি হয়েছি।"*** প্রথম পাপের দায় আদম বা হবা কেউই গ্রহণ করেনি। একবিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরাও ঈশ্বরের প্রতি আঙ্গুল তুলে বলি, ***"ঈশ্বর কেন সদসদ্ জ্ঞান-দায়ক গাছকে ঐ উদ্যানে রেখেছিলেন? ঈশ্বর কেন সাপকে ঐ উদ্যানে প্রবেশ করতে দিলেন? শয়তান যখন হবাকে প্রলোভিত করছিল, তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন?"*** এ সবই নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করার বাহানা মাত্র। আমরা বলতে চাই, সব দোষ ঈশ্বরের, কিন্তু আমরা পরিবেশ বা পরিস্থিতির শিকার।

কিন্তু আমরা এখানেই শেষ করতে পারি না। কারণ প্রথম আদমের প্রথম পাপের ফল যেমন আজও আমরা বয়ে চলেছি, দ্বিতীয় আদমের দ্বারা এই সমস্ত পাপের ফল থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। আমরা যখন আমাদের পাপের চেহারা দেখে লজ্জ্যা, ক্ষোভ ও দুঃখে ভেঙ্গে পড়ি, তখন তিনি আমাদের দৃষ্টি আমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে তাঁর প্রতি দিতে আহ্বান জানান। যার

ফলস্বরূপ আমরাও পৌলের মত স্বীকার করি, ***"খ্রীস্টের সঙ্গে আমি ক্রুশারোপিত হয়েছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীস্টই আমাতে জীবিত আছেন, . . . আমার জীবন . . . ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই যাপন করছি"*** (গালা ২.২০)। যখন আমরা আমাদের পাপ ও অপরাধের শাস্তিকে চিন্তা করে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি, তখন তিনি আমাদের পরিবর্তে তাঁর মৃত্যুকে স্মরণ করে দেন। ফলস্বরপ, আমরাও পৌলের সঙ্গে বলি, ***"ফলতঃ যে কেউ খ্রীস্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি হল, পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হয়েছে, দেখ সেগুলি নতুন হয়ে উঠেছে"*** (২ করি ৫.১৭)। যখন আমরা নিজেদের দোষ এড়াতে বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করতে চাই বা অন্যের উপর দোষ চাপাই, তিনি আমাদের বলেন, ***"আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাট বের করে ফেল, আর তখন তোমার ভাই-এর চোখ থেকে কুটা গাছটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে"*** (মথি ৭.৫)। তিনি আরও শিক্ষা দেন, ***"যদি আমরা নিজের নিজের পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপসকল মোচন করবেন, এবং আমাদেরকে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি করবেন"*** (১ যোহন ১.৯)।

আমরা আবার এদেন উদ্যানে ফিরে যাব না। কিন্তু আগামী নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর আশা করব, যখন পাপ সম্পূর্ণ নির্মূল হবে।

২। প্রথম পাপের শাস্তি

আদম ও হবা যখন ঈশ্বরের কথায় অবশ্বাস করে, শয়তানের কথা শুনে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিল, তখন ঈশ্বর কী করেছিলেন? তিনি প্রেমময় হওয়ায় (১ যোহন ৪.৮, ১৬) তাদের এই পাপকে কি তিনি এড়িয়ে গেছিলেন? না, ঈশ্বর তা করেননি। কারণ, ***"ঈশ্বর জ্যাতি, এবং তাঁর মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই"*** (১ যোহন ১.৫)। এই কারণে, ঈশ্বর পাপী আমাদের ভালোবাসলেও, পাপকে তিনি সর্বদা ঘৃণা করে থাকেন। তাই, বাইবেল সাক্ষ্য দেয় যে, এই প্রথম পাপে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ৩ দলের প্রতি ঈশ্বর শাস্তি এবং অভিশাপ ঘোষনা করেন।

ঈশ্বর অনেক ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে এই বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সেই সুন্দর সৃষ্টিতে মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করে সমস্ত বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হবার আশির্বাদ করেছিলেন (১.২৮); আবার তাদের জন্যই সপ্তমদিনকে আশীর্বাদ করে পবিত্র করেছিলেন (২.৩)। কিন্তু এই আশীর্বাদপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল ধরাধামে এই প্রথম অভিশাপের ঘন কালো মেঘ নেমে এল। ঈশ্বর সাপকে (৩.১৪) অভিশাপ দিলেন; এবং আদমের পাপের জন্য ঈশ্বর মাটিকেও (৩.১৭) অভিশাপ দিলেন। কিন্তু, আদম ও হবার প্রতি ঈশ্বর শাস্তি বা বিচার ঘোষনা করলেও, অভিশাপ দেননি। প্রথমে আমরা সাপের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপকে (১৪ ও ১৫ পদ) চিন্তা করব।

ক) সাপের প্রতি অভিশাপ

মানুষের পাপে পতনে সাপ যেহেতু শয়তানের অস্ত্র/যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, সেইহেতু ঈশ্বরের অভিশাপ সাপের উপর নেমে আসে। এর দ্বারা মানুষের প্রথম পাপের প্রতি ঈশ্বরের অসন্তোষ এবং ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বর সমস্ত গ্রাম্য ও বন্য পশুদের মধ্যে সাপকে সব থেকে বেশি শাপগ্রস্ত করলেন— ***"তুমি বুকে হাঁটবে ও সারাজীবন ধূলো খাবে।"*** এইভাবে পৃথিবীতে প্রথম পাপের পর ঈশ্বর যেহেতু সাপকে ***"বুকে হাঁটার"*** অভিশাপ দেন, অনেকে মনে করেন যে, এর আগে সাপ অন্য পদ্ধতিতে যাতায়াত করত। অবশ্য, সবাই এর পক্ষে নন; যারা এর বিরোধিতা করেন, তারা এই অভিশাপের মধ্যে আদিপুস্তক ৯.১৩ পদে মেঘধনুর সঙ্গে মিল দেখতে পায়— নতুন অস্তিত্ব নয়, নতুন তাৎপর্য প্রদান। ***"ধূলো খাওয়ার"*** দ্বারা সাপের খাদ্যের কথা নয়; কিন্তু বুকে হাঁটার সময় তার মুখে ধূলো ঢোকা যে অনিবার্য, তা প্রকাশ করা হয়েছে। আবার, ***"ধূলো খাওয়ার"*** দ্বারা সাপকে পরাজিত শত্রু হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। গীত ৭২.৯, যিশাইয় ৪৯.২৩ এবং মীখা ৭.১৭ পদে ***"ধূলো খাওয়াকে"*** পরাজিত শত্রুর অবনত আকারকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫ পদ যদিও সাপের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপের বর্ণনা, কিন্তু এর মধ্যে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ তথা ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে। ১৫ পদকে প্রথম সুসমাচার বা সুসমাচারের মাতৃ-প্রতিজ্ঞা *(Protevangelium)* বলা হয়ে থাকে। এই পদটি আমাদের কাছে অন্ধকার, হতাশা ও যন্ত্রণার কালো মেঘের আকাশে সকালের সূর্য হিসাবে উদিত হয়েছে। এই পদের কথাগুলি সাপের পেছনে দিয়াবল বা শয়তানের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে (রোমীয় ১৬.২০; প্রকাশিত বাক্য ১২.৯; ২০.২)। তাই, এই পদে ঈশ্বর শয়তান বা দিয়াবলের প্রতি যে অভিশাপ দিয়েছেন, তা মানুষ আমাদের কাছে আশার আলো জাগিয়েছে।

"আর আমি তোমাতে ও নারীতে,
এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে
পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব।

সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে,
এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।"

"আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও নারীর বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব"— নারী যখন সাপের পরামর্শ শুনে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিল, তখন সে দিয়াবলের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত মিলিয়েছিল। তাই, ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শণ করে সেই বন্ধুত্বকে শত্রুতায় রূপান্তরিত করলেন। এর দ্বারা ঈশ্বর নারীকে এমন কথা বলতে চাইলেন, ***"তুমি যদিও নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছ, আমি কিন্তু তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্বের হাত ক্রমশ বাড়িয়ে রাখব। আমি তোমার পক্ষ হয়ে তোমাকে সাহায্য করব।"*** অর্থাৎ, আমাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল **"অনুগ্রহের প্রতিক্রিয়া।"**

"তোমার বংশ ও নারীর বংশকে" উল্লেখ করার দ্বারা নারী ও সাপের (বা দিয়াবল, যে সাপের পেছনে আছে) মধ্যে ভবিষ্যতে এই শত্রুতার ক্রমশ উপস্থিতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখন, ***"তোমার বংশ"*** কথার দ্বারা আক্ষরিক অর্থে "সাপের বাচ্চাকে" বা সরীসৃপ প্রজাতিকে নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু এর দ্বারা **সেই সমস্ত মানুষকে নির্দেশ করা হয়েছে, যারা এই সাপের মত, শয়তানের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে শয়তানের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।** এইজন্য, যোহন বাপ্তাইজক ও যীশু ভণ্ড ধর্মীয় নেতাদের ***"দিয়াবলের সন্তান"*** (মথি ৩.৭-১০; ১২.৩৪; ২৩.১৫, ২৮, ৩৩) আখ্যা দিয়েছিলেন। স্বয়ং যীশু ফরিশীদের উদ্দেশে এমন কথা বলেছিলেন, ***"তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা"*** (যোহন ৮.৪৪)। অন্যদিকে, ***"নারীর বংশ"*** কথার দ্বারা **"নারীর বংশধর হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করবে" এমন মানুষদের নির্দেশ করা হয়েছে**। এর দ্বারা, সাপ ও নারীর মধ্যে এই শত্রুতাকে দুই দলের মানুষের মধ্যে শত্রুতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে এই দুই দলের মানুষের মধ্যে, বা শয়তানের সন্তান ও ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে সংগ্রাম আমরা দেখতে পাই। এরই ফলস্বরূপ, আদি ৪ অধ্যায়ে কয়িন হেবলকে হত্যা করে। একইভাবে, ইস্রায়েলের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে, ভাক্ত ভাববাদীরা সত্য ভাববাদীদের বিরোধিতা করেছে। এর থেকে একটি সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে— শয়তান যেমন নিজের প্রকৃত আকারকে লুকিয়ে রেখে সাপের বেশে নারীকে বিপথে পরিচালিত করেছিল, আজও একইভাবে শয়তান ***"মেষের বেশে,"*** নিজের সত্য চেহারাকে লুকিয়ে রেখে ঈশ্বরের সন্তানদের বিপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে (মথি ৭.১৩-১৫; প্রেরিত ২০.২৮-৩১)। তাই, এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ পরিণতি খ্রীস্ট ও খ্রীস্টারির মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের দ্বারা সাধিত হবে (১ থিষলনিকীয় ২; প্রকাশিত বাক্য ১৩)।

"সে (নারীর বংশধর হয়ে, একজন আসবেন) ***তোমার*** (দিয়াবল, যে সাপের পেছনে কাজ করে চলেছে) ***মস্তক চূর্ণ করবে"***— দুই-দলের মানুষদের (বহুবচন) মধ্যে শত্রুতা দুই ব্যক্তির (একবচন) মধ্যে সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ, নারীর বংশধর হয়ে যিনি আসবেন, তিনি শয়তান বা দিয়াবলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবেন। যদিও আদম ও হবার পক্ষে এই প্রতিজ্ঞার অর্থ সম্পূর্ণভাবে ও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা কঠিন ছিল, কিন্তু শাস্ত্রের অবশিষ্ট অংশ থেকে, এ কথা আমাদের কাছে খুবই সুস্পষ্ঠ যে, এইভাবে শয়তানকে যিনি পরাস্ত করবেন, তিনি যীশু খ্রীস্ট ছাড়া আর কেউ নন। অর্থাৎ, বাইবেলের প্রথম পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে আগত পরিত্রাতার আগাম প্রতিজ্ঞা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

"তুমি তাঁহার পাদমূল চূর্ণ করবে"— অর্থাৎ, দিয়াবল, যে সাপের পেছনে কাজ করে চলেছে, নারীর বংশধর হয়ে আগত পরিত্রাতার পাদমূল চূর্ণ করবে। এখানে আমরা একটি উপমা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে সাপকে মারতে একজন সাপের মাথাকে পা দিয়ে চাপা দিয়েছে; এবং এই কাজ করার সময় সাপ তার পায়ে ছোবল মেরেছে। এর দ্বারা বলা হচ্ছে যে, আগত পরিত্রাতা শয়তানের উপর জয়লাভ করতে গিয়ে দুঃখস্বীকার করবেন (দুঃখভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু); কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেন। ক্রুশে, একদিকে যখন শয়তান খ্রীস্টের পাদমূল চূর্ণ করেছে; কিন্তু অন্যদিকে, খ্রীস্ট ক্রুশের উপর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা শয়তানের মস্তক চূর্ণ করেছেন বা চূড়ান্ত জয় লাভ করেছেন (ইফিষীয় ১.১৭-২৩; কলসীয় ২.১৪-১৫)।

অর্থাৎ, ১৫ পদে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মহানুগ্রহ সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই পদটি যদিও সাপ তথা শয়তানের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপকে বর্ণনা করে, কিন্তু এর দ্বারা প্রথম পিতা-মাতার দ্বারা পাপে পতিত মানুষ আমাদের পাপ থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা বীজের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাইবেলের অবশিষ্ঠাংশে ঈশ্বরের এই মহান পরিকল্পনা বা প্রতিজ্ঞা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

এর থেকে বিশ্বাসী আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও দয়ার গভীরতা অনুভব করি। যিনি নিজের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন, আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন যিনি যত্ন সহকারে পূর্ণ করেছিলেন। আমরা তাঁকে অবহেলা করেছি, অপমাণিত করেছি, তাঁকে বিশ্বাস না করে, ক্ষণিকের মোহে আমাদের প্রধান শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। এমন পরিস্থিতিতে

ঈশ্বর আমাদের অভিশাপ দিতে পারতেন বা শেষদিনে বিচারের জন্য রেখে দিতে পারতেন, যেমন তিনি পতিত স্বর্গদূতদের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন (যিহূদা ৬)। কিন্তু ঈশ্বর তা করেননি; পরিবর্তে, মানুষের পাপে পতনে শয়তানের হাতকে স্মরণ করে, তিনি আমাদের প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেছেন এবং তার দ্বারা আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর কেবল পরিকল্পনা করেই ক্ষান্ত হননি, বা মিথ্যা আশ্বাস বাক্য শুনাননি;কিন্তু বাস্তবে তা পূর্ণ করেছেন। বাইবেল বলে, ***"কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হলে ঈশ্বর নিজের কাছ থেকে নিজের পুত্রকে প্রেরণ করলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হলেন, যেন তিনি মূল্য দিয়ে ব্যবস্থার অধীন লোকদের মুক্ত করেন"*** (গালাতীয় ৪.৪)। যীশু খ্রীস্ট ঈশ্বর হয়েও, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা হয়েও , স্বর্গ তাঁর সিংহাসন হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের রক্ষা করতে পিতার পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞা অনুসারে মানুষ হয়ে, নারীর বংশধর হয়ে, সৃষ্টবস্তু হয়ে এই পৃথিবীতে আসলেন। সাড়ে ৩৩ বৎসরের জীবনে মানুষের সমস্ত সুখ ও দুঃখের ভাগী হলেন (ইব্রীয় ৪.১৪-১৫; ৫.৮-৯)।

এদেন উদ্যান থেকে ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তানদের মধ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তা আজও একইভাবে প্রবাহমান। বিশ্বাসী আমরা পদে পদে দিয়াবলের পরীক্ষা ও প্রলোভনের মোকাবিলা করে চলেছি। কিন্তু হতাশ হবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ, যীশু খ্রীষ্ট আমাদের শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে ক্রুশের উপর দিয়াবলের মস্তক চূর্ণ করেছেন। দিয়াবলের মস্তক চূর্ণ হয়েছে, সে খ্রীস্টের দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে; কিন্তু সে এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি, সে এখনও তার মিথ্যা হুংকারে বিশ্বাসীদের পথভ্রান্ত করতে চাইছে (১ পিতর ৫.৮)। কিন্তু তার এই হুংকার চিরকাল থাকবে না। যে খ্রীস্ট তার মস্তক চূর্ণ করেছেন, তিনিই শেষ বিচারে তাকে গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করেবন (প্রকাশিত বাক্য ১৯.২০)।

যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই। জগৎ আমাদের ঘৃণা করে, কারণ জগৎ যীশুকে ঘৃণা করেছিল (যোহন ১৫.১৮-২০)। কিন্তু জগৎ আমাদের অনন্ত গন্তব্য স্থান নির্ধারিন করতে পারে না। যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা তাঁর অনন্ত স্বর্গপুরীর প্রজা হই। সেই যীশুকে যদি আমরা বিশ্বাস করে থাকি, আসুন, শাস্ত্র-পাঠের দ্বারা আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা কী, তা জানি এবং প্রার্থনায় শক্তি লাভ করে সেই ইচ্ছা পালন করি। যীশুকে যদি এখনও বিশ্বাস না করে থাকি, তাহলে, আমরা এখনও অবাধ্যতার সন্তান হিসাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিরোধ করে চলেছি। প্রভু তাঁর সত্যের আত্মা দ্বারা আমাদের হৃদয় খুলে দিন, যেন আমরা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ উপলব্ধি করতে পারি। অন্ধকার ত্যাগ করে যীশু খ্রীস্টের আলো দেখতে পাই (২ করি ৪.৪-৬)।

খ) নারীর পাপের শাস্তি

১৬ পদে উল্লেখিত, নারীর প্রতি ঈশ্বর যে শাস্তি প্রদান করেছিলেন, তা থেকে প্রথম দাম্পত্য কলহের বিষয় আমরা শিখব। এর দ্বারা আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে বিভিন্ন দাম্পত্য কলহের মূল কারণকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব এবং ঈশ্বরের বাক্য ও আত্মার শক্তিতে দাম্পত্য কলহের উপর জয়লাভ করতে চেষ্টা করব।

১৬ পদে, প্রথম পাপের বিচারের ফলস্বরূপ নারীর প্রতি ঈশ্বর নির্ধারিত শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে নারীর প্রতি দুটি শাস্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে— (১) বেদনাতে সন্তান প্রসব এবং (২) স্বামীর প্রতি অপূর্ণ বাসনা। এই দুটি শাস্তির সঠিক অর্থ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। কারণ, এর সঠিক উপলব্ধি না থাকায় বর্তমানকালে নারী ও পুরুষের সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

১। বেদনাতে সন্তান প্রসব (১৬ক) - অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে, পাপের ফলস্বরূপ নারী ও পুরুষের শারিরিক সম্পর্ক সম্ভব হয়েছে, এবং এরই ফলস্বরূপ সন্তানকে জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ যদি পাপ না করত, তাহলে, তাদের সন্তানকে জন্ম দেওয়া সম্ভব ছিল না। এমন মারাত্মক মিথ্যাকে আবার বাইবেলের শিক্ষা বলেও চালানো হয়। সন্তান প্রসব কখনও মানুষের প্রথম পাপের ফল নয়। সন্তান প্রসব তথা বহুবংশ ও প্রজাবন্ত হবার আশির্বাদ ঈশ্বর মানুষের পাপে পতনের পূর্বেই আদম ও হবার প্রতি উচ্চারণ করে ছিলেন (আদি ১.২৮)। বাইবেল আরও বলে, ***"সন্তানেরা ঈশ্বরদত্ত অধিকার, গর্ভের ফল তাঁহার দত্ত পুরস্কার"*** (গীত ১২৭.৩)। এখন পাপে পতনের পর, ঈশ্বর চাইলে এই আশীর্বাদ (সন্তান প্রসবের) ফিরিয়ে নিতে পারতেন। মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করলেও, ভালোবাসার ঈশ্বর মানুষের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেননি। কারণ, মানুষের পাপ থেকে পরিত্রাণের যে উপায় ঈশ্বর মনোনীত করেছেন (নারীর বংশধর হয়ে একজন জন্মগ্রহণ করবেন, যিনি শয়তানকে ধংস করবেন, ৩.১৫পদ), তা বাস্তবায়িত করতে নারীকে সন্তান জন্ম দিতে হবে (১তীমথিয় ২:১৫) । তাই, সন্তান-প্রসব প্রথম পাপের শাস্তি নয়। কিন্তু সন্তান-প্রসবের সঙ্গে যে ব্যথা ও যন্ত্রণা জড়িয়ে আছে, তাই প্রথম পাপের ফল।

একটি শিশুকে এই জগতের আলো দেখাতে গিয়ে কেন এত কষ্ট? কেন অনেক দম্পতির জীবনে গর্ভধারণে এত কষ্ট? দশ মাস দশ দিন ধরে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে কেন এত কষ্ট? প্রসব-বেদনা কেন এত যন্ত্রণাদায়ক? বাইবেল বলে, এ সবই আমাদের আদি পিতা-মাতার প্রথম পাপের ফল। এ কথা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন হয়ত অনেকে ভালোবাসার ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর ঈশ্বর ভেবে ভুল করি। কিন্তু আমরা মনে রাখব আমাদের ঈশ্বর জ্ঞানবান ন্যায়-বিচারক। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচক্ষণতায় এর দ্বারা পাপের মারাত্মক পরিণতিকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। পাপ যে কতখানি গুরুতর বিষয়, পাপকে ঈশ্বর কতখানি ঘৃণা করেন, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি সন্তান-প্রসবকে এতখানি যন্ত্রণার বিষয়ে পরিণত করেছেন। প্রথম পাপ মায়েদের সন্তান-প্রসবকে যেমন যন্ত্রণাময় করেছে, ঠিক একইভাবে, দৈনন্দিন জীবনে পাপ আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। তাই, পাপ থেকে দূরে থাকতে বাইবেল আমাদের শক্তি ও সাহস যোগায়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমরা স্মরণে রাখব যে, সন্তান-প্রসবের পর মা সন্তানের মুখ দেখে তার সমস্ত বেদনা ভুলে যায় (যোহন ১৬.২১)।

হিব্রু বাইবেলে ***"গর্ভবেদনার"*** জন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা কেবল শারিরিক ব্যথাকে নির্দেশ করে না। হিব্রু বাইবেলে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ ***"দুঃখ,"*** যে শব্দটি পরিশ্রম *(Toil)* শব্দের ধাতু থেকে এসেছে। অর্থাৎ এর অর্থ ***"প্রাণঘাতী বেদনার পরিশ্রম।"*** এই কারণেই হয়ত ইংরাজীতে প্রসব-বেদনাকে *Labour* বলা হয়। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এখানে যে "প্রাণঘাতী বেদনার" কথা বলা হয়েছে, তা কেবল শারিরিক প্রসব-বেদনা নয়; কিন্তু সন্তান-প্রসব তথা সন্তান-মানুষ করার সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু এই বেদনার এখানেই শেষ নয়। কারণ, এইভাবে, সন্তান-প্রসব ও সন্তান মানুষ করার বেদনার সিংহভাগ মায়েরা বহন করায় দাম্পত্য জীবনে কলহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের উচিৎ, পাপে পতনের পূর্বে দাম্পত্য-জীবনের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পণা ছিল, তা বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হওয়া। সন্তান-প্রসবের শারিরিক যন্ত্রণা বাবারা মায়েদের সঙ্গে ভাগ করতে না পারলেও; সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার সময় বা প্রসবের পর সন্তানকে উপযুক্তভাবে মানুষ করার কাজে বাবাদেরকে মায়েদের পাশে দাঁড়াতে হবে। মানসিক বা সামাজিক দায়িত্ব উভয়কেই পালন করতে হবে।

২। স্বামীর প্রতি অপূর্ণ বাসনা (১৬খ) - ***"স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে"***- কথার অর্থ স্ত্রীরা স্বামীর কাছ থেকে যা পায়, তার থেকে বেশি আশা করে। তারা চায় যেন তাদের স্বামীরা আরও বেশি তাদের কথা শোনে; আরও বেশি আবেগপূর্ণ হয়ে কথা বলে; আরও বেশি রোমান্টিক ভাবনা ভাবে; আরও বেশি একসঙ্গে সময় কাটায়; আরও বেশি চিন্তা, অনুভুতি, আশা বা স্বপ্নের কথা বলে। এবং সত্য এই যে, কোন দেশের, কোন সমাজের, কোন জীবিকার স্বামীই তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ, স্বামীর প্রতি তাদের বাসনা পূর্ণ হবার নয়। হিব্রু ভাষায় ***"বাসনা"*** শব্দটি যে ধাতু থেকে এসেছে, তার অর্থ ***"পিছনে দৌড়ানো"***। অর্থাৎ স্বামীর অনুমোদন পাবার জন্য স্ত্রীর তীব্র আগ্রহ, যা পূর্ণ হবার নয়। এ প্রথম পাপের একটি শাস্তি। স্বামীর প্রতি এই বাসনার মধ্যে, স্বামীকে নিয়ন্ত্রিত করার বাসনাও অর্ন্তগত। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি, মানুষের প্রথম পাপে পতনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে **বিপরীত লিঙ্গের উপর কর্তৃত্ব চালানোর সংগ্রাম** শুরু হয়েছে। এইভাবে, স্বামীর প্রতি অপূর্ণ বাসনা **অন্যের স্বামীর প্রতি আকর্ষণকে জন্ম দেয়**। কিন্তু তার স্ত্রীও একইভাবে অপূর্ণ বাসনায় ভুক্তভুগী। আসল সমস্যা নিজের স্বামীতে নয়; আসল সমস্যা নিজের হৃদয়ে। সেখানে যেহেতু ঈশ্বর নেই, সেখানে শয়তান পাপের বাসা বেঁধেছে; আর এই পাপই নিজের স্বামীতে বাসনাকে অপূর্ণ রেখেছে। তাই, এই সমস্যার একমাত্র সমাধান, যীশুকে ব্যক্তিগত প্রভু ও পরিত্রাতা বলে গ্রহণ ও বিশ্বাসের দ্বারা পাপের ক্ষমা লাভ।

৩। নারীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব (১৬গ)— এখন, একদিকে যখন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়; অন্যদিকে আবার স্বামীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে। এর দ্বারা, প্রথম পাপের ফলস্বরূপ, দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক কীভাবে বিকৃত হয়েছে, তা প্রকাশ পেয়েছে। কর্তৃত্ব করার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা ***"রাজার শাসন ক্ষমতাকেও"*** নির্দেশ করে। পাপের ফলস্বরূপ, দাম্পত্য-জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক কলুষিত হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, যে হবাকে দেখে আদম ***"আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস"*** (আদি ২.২৩) বলেছিল, পাপে পতনের পর, তার উপর কর্তৃত্ব করতে, সে এতটুকু দ্বিধা করল না?

পাপে পতনের পূর্বে, স্ত্রীকে পুরুষের ***"অনুরূপ সহকারিণী"*** বলা হয়েছে (আদি ২.১৮, ২০)। এর অর্থ, উভয়ে সমকক্ষ ও একে অন্যের প্রয়োজনে পরিপূরক। কিন্তু পাপে পতনের পর, পাপের ফলস্বরূপ, স্বামীর কর্তৃত্বের নিচে স্ত্রী স্থান পেয়েছে। এরই নিষ্ঠুর, পাশবিক বা দানবিক প্রকাশ পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা দেখতে পাই। এরই ফলস্বরূপ **"পুরুষ-প্রধান সমাজ"** নামক বিশেষণে আমাদের সমাজ পরিচিত হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ, বিভিন্ন স্থানে (এমন কি ধর্মগ্রন্থে পর্যন্ত) স্ত্রীর

প্রতি **দাসীর আচরণ** করা হয়েছে, যাকে আমরা এই কর্তৃত্বের চরম নমুনা বলে চিন্তা করতে পারি। একই কারণে, বর্তমানে প্রায় প্রতিটি **গণমাধ্যমে নারীদের ভগ্যপণ্য** হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে।

এখানে, আমাদের যে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এই বিকৃত সম্পর্ক ঈশ্বর নির্ধারিত বিধান বা বিধির বিধান নয়;এ হল পাপে পতিত জগতের বর্ণনা। তাই, আদি ৩.১৬ পদ পুরুষ-তন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতাকে প্রশ্রয় নয়; পরিবর্তে, কী হওয়া উচিৎ ছিল না, তা বর্ণনা করেছে। ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টি মানুষের পাপের দ্বারা কীভাবে বিকৃত ও কলুষিত হয়েছে, তা এই পদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। তাই, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের দায়িত্ব, পাপে পতনের ফলস্বরূপ, এই যে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক বিকৃত হয়েছে (৩.১৬), তাকে পাপে পতনের পূর্বে ঈশ্বরের পরিকল্পণায় যে সম্পর্ক হওয়া উচিৎ ছিল (২.১৮, ২০), তা পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করা।

যীশু তাঁর পার্থিব জীবনে এই কার্যকে বাস্তবায়িত করে গেছেন। মা মরিয়ম, ভগ্নি মগ্দলিনী মরিয়ম, বেথানীর মার্থা ও মরিয়ম, এবং অন্যান্য স্ত্রী-লোকদের সঙ্গে সম্পর্কে, যীশু নারীর প্রতি মর্যাদা ও সম্মানের অর্থ কী, তা তুলে ধরেছেন। কিন্তু পাপের দাসত্বে কারারুদ্ধ মানুষ, স্ত্রী-লোকদের সঙ্গে যীশুর সেই নিষ্পাপ সম্পর্ককে নিয়ে নোংরা ছবি এঁকেছি বা উপন্যাস লিখেছি *(Da Vinci Code)*। কেবল তাই নয়, পাপকে ভালোবেসে সাধারণ মানুষ আমরা সেই সমস্ত ছবি ও উপন্যাসের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়েছি।

তাই, ইফিষীয় ৫.২২-৩৩ পদে, পৌল খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের দাম্পত্য-জীবন কেমন হওয়া উচিৎ, তার বর্ণনা দিয়েছেন। একদিকে, স্ত্রী যেমন স্বামীর বশীভূতা হবে; অন্যদিকে, স্বামী স্ত্রীকে নিজের দেহ জ্ঞান করে প্রেম করবে। স্বামী অবশ্যই স্ত্রীর মস্তক। কিন্তু এর অর্থ স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করা নয়; কিন্তু খ্রীস্ট যেমন দেহরূপ মণ্ডলীর মস্তক হয়ে সেবা, ভালোবাসা, যত্ন ও নিজের জীবন দিয়ে দেহের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন; তেমনই স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের নিজের জীবন দিয়ে ভালোবাসবে। অর্থাৎ, আদিপুস্তক ৩.১৬ পদে, প্রথম আদমের পাপের যে বিচার (স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব) ঘোষণা করা হয়েছিল; তা শেষ আদমের প্রায়শ্চিত্ত কাজের দ্বারা, যীশুতে বিশ্বাসীদের দাম্পত্য-জীবনে ভালোবাসার সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, স্ত্রী আর স্বামীর কর্তৃত্বের নিচে নয়; কিন্তু তারা একে অন্যের সমকক্ষ, একে অন্যের পরিপূরক। স্বামীরা যেমন পুরুষ-তন্ত্রের দোহাই দিয়ে স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব (অত্যাচার) চালাবে না; স্ত্রীরাও স্বামীদের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাবে না। পরিবর্তে, একে অন্যকে ভালোবাসবে, একে অন্যের প্রয়োজন মিটাবে।

গ) আদমের পাপের শাস্তি

১৭ পদে, আদমের পাপের পরিণাম হিসাবে ঈশ্বর সেই ভূমিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে ভুমি (মৃত্তিকা) থেকে আদম গৃহিত হয়েছে (১৯ পদ)। প্রথম পাপের পরিণাম হিসাবে, ১৪ পদে সাপ প্রথম অভিশপ্ত হয়েছিল; এবং ১৭ পদে এই পাপের কারণে ভূমি অভিশপ্ত হয়েছে। মানুষের পাপের ফল প্রকৃতিও ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে। যে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার মানুষ লাভ করেছিল (১.২৬, ২৮), মানুষের পাপের ফলস্বরূপ সেই প্রকৃতিই মানুষের কর্তৃত্বের পথে প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। পরিবেশ ও প্রকৃতির এই প্রতিকূলতার দ্বারা মানুষ পদে পদে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার পাপকে স্মরণ করতে বাধ্য হবে (রোমীয় ৮.১৯-২৩) এবং সেই পাপের জন্য অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে।

১৭ পদে, আমরা আরও একটি বিষয় দেখতে পাই। ঈশ্বর এখানেই প্রথম আদমের পাপের প্রকৃতিকে বর্ণনা করেছেন। আদম কেবল ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে যে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছে, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাবার আগেই আদম যে পাপ করেছিল, তাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে— ***"তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে . . .।"*** সময় আছে যখন স্ত্রীর কথা শোনা, সবথেকে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, স্ত্রীর পরামর্শ অনেক ক্ষেত্রে স্বামীকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। (পিলাত যদি তার স্ত্রীর পরামর্শে কান দিত, তাহলে হয়ত সে যীশুকে চিনতে পারত! মথি ২৭.১৯)। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা শোনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিশেষত, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্ত্রীর কথা শোনায় ঈশ্বর আদমকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, আদমের স্ত্রীর কথা ঈশ্বরের কথার বিপরীত ছিল। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আদম তাঁর স্ত্রীর মস্তক হওয়ায়, স্ত্রী যখন ঈশ্বরের আজ্ঞার বিপরীত (২.১৭, ৩.৬) পরামর্শ দিয়েছিল; আদমের উচিৎ ছিল তা বর্জন করা। কিন্তু আদম মস্তক হিসাবে পারিচালনার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১ করি ১১.৩ পদে পৌল এই সম্পর্ককে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, ***"প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রীস্ট, এবং স্ত্রীর মস্তক স্বরূপ পুরুষ, আর খ্রীস্টের মস্তক স্বরূপ ঈশ্বর।"*** নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাবার ফলস্বরূপ, তারা মরিবেই মরিবে, এ কথা জানা সত্ত্বেও আদম ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অমান্য করে, ঈশ্বরের আজ্ঞার উপরে তার স্ত্রীর পরামর্শকে স্থান দিয়েছিল। আজকের দিনেও আমাদের বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যার মূলে এই বিষয় থেকে গেছে। ঈশ্বর

প্রবর্তীত ক্রমকে (নারী - পুরুষ - খ্রীস্ট - ঈশ্বর) অস্বীকার করে আমরা বিভিন্ন সমস্যাকে আমাদের পরিবারে ডেকে আনছি।

এইভাবে, ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অমান্য করে আদম যখন তার স্ত্রীর পরামর্শকে প্রাধান্য দেয় ও সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে পাপ করে, ঈশ্বর সেই পাপের জন্য ভূমিকে অভিশপ্ত করেন। ভূমির প্রতি এই অভিশাপের পরিণাম আমরা ৩টি বিষয়ের মধ্যে দেখতে পাই।

১। যাবজ্জীবন ক্লেশ ভোগ— ১৬ পদে গর্ভবেদনার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, এখানে ক্লেশের জন্য সেই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, নারী যেমন মারাত্মক বেদনায় সন্তান প্রসব করবে; আদম তেমনই নিদারুন পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ভূমি থেকে উৎপন্ন বস্তু ভোগ করবে। পাপে পতনের পূর্বে, এদেন উদ্যানে আদমের যে কাজ ছিল পরম আনন্দের ও সুখদায়ক; পতনের ফলস্বরূপ সেই কাজ আদম ও তার বংশধরদের কাছে শ্রমসাধ্য ও সমস্যার বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এই শাস্তির মধ্যেও আমরা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দয়া দেখতে পাই। ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে মানুষ পাপ করলেও, ঈশ্বর কিন্তু তার খাদ্যের সংস্থান বন্ধ করে দেননি; ভূমি আগের মতই তার জন্য খাদ্য উৎপন্ন করবে। অবশ্য পাপে পতনের ফলস্বরূপ, এই খাদ্য সংগ্রহে মানুষকে যে কাজ করতে হবে, তা ক্লেশদায়ক হবে।

এখানে, একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ— **কাজ শাস্তি নয়**;কিন্তু সেই **কাজের মধ্যে যে পরিশ্রম আছে, সেটাই শাস্তি**। পাপে পতনের পূর্বে আদমকে ঈশ্বর কাজ দিয়েছিলেন (২.১৫, ১৯), যে কাজ ছিল তার কাছে পরম আনন্দের ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ। কিন্তু পাপ করে সেই কাজের সঙ্গে শাস্তি হিসাবে পরিশ্রম ও ক্লেশ যুক্ত হয়েছে। তাই, **কাজকে ভয় করা, কাজকে এড়িয়ে চলা, বা কাজে ফাঁকি দেওয়া** হল আমাদের কাছে খুবই পরিচিত ছবি। পাপে পতিত মানুষ যখন এইভাবে ক্লেশের কথা চিন্তা করে কাজ তথা ঈশ্বরের আশীর্বাদকে দূরে সরিয়ে রাখে; যীশুতে বিশ্বাসী আমরা যারা পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, আমরা কাজকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে, তার দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করব। এ বিষয়ে পৌলের কথাকে আমরা স্মরণ করতে পারি, ***"আরও বেশি উপচিয়া পড়,** আর শান্তভাবে থাকতে নিজ নিজ কাজ করতে **এবং নিজের হাতে কাজ করতে সযত্ন হও!"*** (১ থিষ ৪.১১-১২)। পৌল আরও বলেছেন, *"তোমাদের মধ্যে যে ভাই অনিয়মিত (অলস) ভাবে চলে, তার সঙ্গ ত্যাগ কর;. . . আমরা তোমাদের মধ্যে অনিয়মিতাচারি (অলস) ছিলাম না;. . . আর বিনামূল্যে কাহারও কাছে অন্ন ভোজন করতাম না, বরং তোমাদের কারও ভারস্বরূপ যেন না হই, সেই জন্য **পরিশ্রম ও আয়াস সহকারে রাত দিন কাজ করতাম"*** (২ থিষ ৩.৬-৮)। বিশ্বাসী আমাদের কাছে কাজ— কেবল অর্থ উপার্জনের উপায় নয়; বা কেবল কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করার বিষয় নয়; বা নিজের স্বাদ পূর্ণ করার বিষয়ও নয়— আমাদের কাজের চূড়ান্ত নিয়োগকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর হওয়ায়, আমাদের কাজের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার চেষ্টা করব। পৌলের ভাষায়, *"যা কিছু কর, প্রাণের সঙ্গে কাজ কর, মানুষের কাজ নয়, কিন্তু **প্রভুরই কাজ বলে কর;** কারণ তোমরা জান, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা দায়াধিকার প্রতিদান পাবে"* (কল ৩.২৩-২৪; ২থিষলনীকীয় ৩:১০ পদে কাজ না করলে খেতে নিষেধ করা হয়েছে)।

২। কন্টক ও শেয়ালকাঁটার উৎপত্তি— ইচ্ছার বাইরে অনেক জাতের গাছ জন্মাবে ও চারদিক পূর্ণ করবে, এবং সেই সমস্ত গাছের হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে, মানুষের শ্রম আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে। যদিও উদ্যানে আদমের কৃষিকাজের কথা চিন্তা করে কেবল কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু খুব সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ভূমির প্রতি এই অভিশাপের ছাপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না— বন্যা, খরা, বা ভুমিকম্পের ন্যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে যেমন এর ছাপ লক্ষণীয়; আবার রোগ-জীবানু থেকে শুরু করে ভাইরাস বা ব্যকটেরিয়াও এর ছাপ বহন করে চলেছে। অত্যাধুনিক যুগে, কম্পুটর ভাইরাস, নতুন নতুন রোগ, ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, সন্ত্রাসবাদ, ট্রেন বা প্লেন দূর্ঘটনা— এ সবই এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। অর্থাৎ, মানুষের পাপের দ্বারা প্রকৃতির সুষ্ট বিন্যাস ধংস হয়েছে। পৌল একে সমস্ত সৃষ্টির ***"আর্ত্তস্বর"*** এবং ***"ব্যথা"*** আখ্যা দিয়েছেন (রোমীয় ৮.২০-২৩)। পাপের দ্বারা মানুষ নিজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায়, ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিও সুষ্ঠ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এই সত্য যখন বিশ্বাসী আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের দায়িত্ব ঈশ্বর সৃষ্ট এই সুন্দর পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিবেশ দূষণ কমাতে সচেষ্ট হওয়া।

৩। ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার— ১৭ পদে যে যাবজ্জীবন ক্লেশ ভোগ করার মাধ্যমে ভূমি থেকে খাদ্য লাভের কথা বলা হয়েছে; ১৯ পদে সেই কথাকেই পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। জীবন আর সহজ বলে মনে হবে না। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, কারণ বেঁচে থাকার জন্য যে ভূমিতে মানুষ এত কঠোর পরিশ্রম করবে, সেই ভূমিতেই সে আবার ফিরে যাবে। এর দ্বারা মানুষ এক অসাড়তার বৃত্তে আবর্তিত হতে বাধ্য হয়েছে— যে মাটি থেকে আদম এসেছিল (২.৭), সেই মাটিতেই সে আবার ফিরে যাবে; কিন্তু যতদিন সে এই মাটির উপর থাকবে, ততদিন সেই মাটি খুঁড়তেই তার জীবন ব্যয় হবে। এই বর্ণনার দ্বারা শারিরিক মৃত্যুকেই নির্দেশ করা হয়েছে। তাই, আদি ২.১৭ পদের কথানুসারে, মানুষের পাপের বিভিন্ন পরিণামের মধ্যে শারিরিক মৃত্যু একটি। ঈশ্বর চাইলে, আদম সেই মুহূর্তেই শারিরিক মৃত্যুর বলি হতে

পারত; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে আদমের শারিরিক মৃত্যু বিলম্বিত হয়। আদি ৫.৫ পদানুসারে, আদম ৯৩০ বৎসর পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন; কিন্তু ৩.১৯ পদানুসারে, সমগ্র মানব-জাতির কাছে শারিরিক মৃত্যু ওতোপ্রত বিষয়ে পরিণত হয়।

আবার সামগ্রিক শাস্ত্রের শিক্ষা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, জীবনের গভীরতম অর্থ হল ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা। তাই, মৃত্যুর গভীরতম অর্থ হল, ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা ছিন্ন হওয়া। তাই, যে মুহূর্তে আদম পাপ করে, সেই মুহূর্তে যদিও তার শারিরিক মৃত্যু ঘটেনি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার আত্মিক-মৃত্যু ঘটে। ফলস্বরূপ, আদমের বংশধর হিসাবে জন্ম-গ্রহণকারী প্রতিটি মানুষ এই পৃথিবীতে আত্মিকভাবে মৃত (ইফি ২.১-২)। কেবল আত্মিক মৃত্যু নয়— শারিরিকভাবে যতকাল আমরা এই পৃথিবীর মাটিতে বেঁচে থাকি, তার মধ্যে যদি আমরা আমাদের আত্মিক-মৃত্যু থেকে উদ্ধার না পাই, তাহলে আমরা অনন্ত-মৃত্যুতে (ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকালীন বিচ্ছেদ) পতিত হব।

এইভাবে, যখন আমরা আদমের প্রথম পাপের গুরুত্ত্ব উপলব্ধি করি, তখন আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। আদম তথা আমরা যদিও ঈশ্বরকে বর্জন করেছিলাম, তথাপি ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শণ করেছেন। সাপের সঙ্গে নারীর শত্রুতা, তথা খ্রীস্টের আগমণের দ্বারা সাপের মাথা চূর্ণ করার প্রতীজ্ঞা (৩.১৫) আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা ও দয়ার প্রকাশ। একদিকে সন্তানপ্রসবে নারীর গর্ব্ববেদনা ও অন্যদিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু-মুঠো ভাতের জন্য আদমের ক্লেশ, আমাদের জীবনে পাপ যে কতখানি গুরুতর, তা স্মরণ কবিয়ে দেয়। এর দ্বারা খ্রীস্টের কাছে ফিরে এসে তাঁর কাছ থেকে মুক্তি লাভ করতে আমারা ইচ্ছা করি।

পাপের বোঝার ভারে এই পৃথিবীর মানুষ তথা প্রকৃতি যখন প্রতিটি মুহূর্তে ক্লেশ ভোগ করে চলেছে, শেয়ালকাঁটার অত্যাচার সহ্য করে চলেছে; তখন খ্রীস্ট আমাদের কাছে আশার আলো দেখিয়েছেন, বিশ্বাসী আমরা কেবল আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, কিন্তু সৃষ্টিও আমাদের সঙ্গে মুক্তির অপেক্ষায় আছে (রোমীয় ৮.২৩)। খ্রীস্টের প্রথম আগমণের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যের যে শুভারম্ভ ঘটেছে, তা তাঁর দ্বিতীয় আগমণের দ্বারা পূর্ণতা পাবে। তাই, তিনি আমাদের এই বলে প্রার্থনা করতে বলেছেন, ***"তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি সিদ্ধ হোক।"***

এবার আমরা ৩ অধ্যায়ের শেষ অংশ (২২-২৪ পদ) দেখব। এর আগের পদগুলিতে আমরা দেখি যে, ঈশ্বর আদম ও হবার বিশ্বাস দেখে তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শণ করেছেন। তিনি নিজে তাদের জন্য চামড়ার বস্ত্র প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু এখানে সেই ঈশ্বর তাদেরকে সেই মনোরম উদ্যান থেকে, তথা ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে দূর করে দিলেন, দরজা বন্ধ করে দিলেন, সেখানে পাহাড়া দেবার জন্য ব্যবস্থা পর্যন্ত করলেন! ঈশ্বরের এমন আচরণ দেখে আমরা তাঁর বৈশিষ্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারি। ঈশ্বর কেন এমন কাজ করেছিলেন, তা জানার আগে আমরা ২২ পদে যে কথা বলা হয়েছে, তার প্রকৃত অর্থ কী, তা দেখব।

২২ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য সদসদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হবার বিষয় আমাদের একের মত হল।"*** ক্যালভিন এই পদের ব্যখ্যা করতে গিয়ে একে **"পবিত্র পরিহাস"** *(holy irony)* আখ্যা দিয়েছেন; যার অর্থ **"স্তুতিচ্ছলে নিন্দা"**। এই কথার দ্বারা ঈশ্বর তীব্র ব্যঙ্গ সহকারে আদম ও হবার প্রতি বলছেন, *"সাপের কথানুসারে তারা তাদের অভিষ্ট বস্তু লাভ করেছে, তারা ঈশ্বরের ন্যায় হয়েছে।"* যদিও এ কথা তিনি বলেছেন, তথাপি এই ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা ঈশ্বর বস্তুত এই কথার বিপরীত অর্থকেই নির্দেশ করেছেন। ঈশ্বর বলতে চেয়েছেন, *"সাপের কথা শুনে মানুষ আমাদের একজনের মত হতে চেয়েছিল। এই ইচ্ছার দ্বারা মানুষ এক বিশেষ অধিকারে অধিকারী হতে চেয়েছিল— যার অর্থ নিজের ভালো বা মন্দ নিজে ঠিক করা। কিন্তু এ হল এমন বিষয় যা কেবল আমি করতে পারি। এবং আমি মানুষকে, আমার দৃষ্টিতে কী ভালো আর কী মন্দ, তা বলেছি। কিন্তু সে তা পালন করতে অস্বীকার করেছে। পরিবর্তে, তার পক্ষে কী ভালো আর কী মন্দ, তা ঠিক করার অধিকার সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এর দ্বারা, সে নিজে নিজের ঈশ্বর হয়েছে। সে ভুল পথে, পাপ ও অবাধ্যতার পথে আমার মত হয়েছে। তাই, সে আজ ভালো ও মন্দকে জেনেছে এমন পথে, যে পথকে আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম।"*

এই কারণে আদম ও হবা এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হল। তাদের পাপের দ্বারা, তারা সেই উদ্যানে থাকার বিশেষ অধিকার এবং জীবন বৃক্ষের ফল খাবার অধিকার হারিয়েছে। তাই, ***"তারা যাতে হাত বাড়িয়ে জীবন বৃক্ষের ফল না খেতে পারে ও অনন্তজীবি না হতে পারে"*** তার জন্য ঈশ্বর তাদের সেই উদ্যান থেকে বিতাড়িত করলেন। জীবন বৃক্ষ হল এমন গাছ, যে গাছের ফল খেলে তাদের কোনও দিন শারিরিক মৃত্যু হত না। কিন্তু আদম ও হবা যেহেতু এখন পাপে পতিত হয়েছে; এবং তাদের পাপের একটি পরিণাম হল শারিরিক মৃত্যু; সেই কারণে তারা আর এদন উদ্যানে বাস করার উপযোগী নয় ও জীবন বৃক্ষের ফল খাবার যোগ্য নয়। তাই, তারা এবং তাদের সন্তানরা চিরকালের জন্য এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত

হল।

কিন্তু এই ঘটনার মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখতে পাই। কারণ, যদি পতিত মানুষ ক্রমশ জীবন বৃক্ষের ফল খেত, তাহলে সে পাপের দ্বারা জর্জরিত, পাপের দ্বারা বিকৃত শরীর নিয়ে, চিরকাল বেঁচে থাকত; যা তার ক্ষেত্রে চরম দুর্দশার বিষয় হত। এর অর্থ মানুষ কখনও শারিরিকভাবে মরত না; কিন্তু চিরকালের জন্য এই পাপময় বা মন্দ পরিস্থিতি ভোগ করতে বাধ্য হত। কিন্তু ঈশ্বর চাননি যে আমরা অনন্তকাল পাপের দাস হয়ে পাপ-জর্জরিত জীবন যাপন করি। পরিবর্তে, তিনি সেই পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন ও মুক্তি পাবার পর, অনন্ত জীবনের অধিকারী হবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের গৌরব হোক, কারণ তিনি খ্রীস্টের কাজের মাধ্যমে ***"আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তরিত করে নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করার"*** পরিকল্পণা করেছেন (ফিলি ৩.২১)। সেই প্রতাপের দেহ, তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসী মানুষ, শেষ পুনরুত্থানের দিন খ্রীস্টের কাছ থেকে লাভ করবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সেই আগামী জীবনে, সেই নতুন পৃথিবীতে, বিশ্বাসী আমরা আবার সেই জীবন বৃক্ষের ফল খাবার সুযোগ পাব (প্রকা ২২.২), যে বৃক্ষের ফল খাওয়া থেকে আদম ও হবা বিতাড়িত হয়েছিল।

হ্যাঁ, জীবন-বৃক্ষের কাছে পুনরায় ফিরে আসার পথ ঈশ্বর স্বয়ং করেছেন। কিন্তু এই পথ চোখে দেখা যায়, এমন পথ নয়। চোখে দেখা যায়, এমন অনেক পথ এই পৃথিবীতে আছে, কিন্তু তাদের কোনটাই আমাদের জীবন-বৃক্ষের কাছে আনতে পারে না। স্বর্গদূত ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়গের পাহাড়া, আমাদের শিক্ষা দেয় যে জীবন-বৃক্ষের কাছে ফিরে আসার জন্য কেবল একটিই পথ আছে, অন্য কোন পথ নেই। কারণ, তাদের পাহাড়া ঈশ্বরের কাছে আসার অন্য সমস্ত পথকে ছিন্ন করেছে। তাই, চোখে দেখা যায়, এমন কোনও কাজ করে, আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি না— রবিবার আমরা মণ্ডলীর আরাধনায় যোগ দিতে পারি; প্রার্থনায় আমাদের মাথা নিচু করতে পারি, গান করতে পারি— কিন্তু আত্মায় যদি প্রকৃত পথের সান্নিধ্যে না আসি; তাহলে, আমাদের সেই ধর্মাচরণের কোন মূল্য থাকবে না।

যদিও আমরা আমাদের কোনও কাজের দ্বারা তাঁর কাছে আসতে পারি না, কিন্তু তিনি পথ করে দিয়েছেন, যখন যীশু বলেন, ***"আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না"*** (যোহন ১৪.৬)। যীশুই ঈশ্বরের কাছে আসার একমাত্র ও প্রকৃত পথ। যীশুকে হৃদয়ে বিশ্বাসকরণই খ্রীস্টীয় জীবন শুরুর একমাত্র পথ, এবং সেই জীবন ক্রমশ যাপন করারও একমাত্র পথ।

২০ পদে, আদম নিজের স্ত্রীর নাম "হবা" রাখল। এর দ্বারা আদম ঈশ্বরের কথার প্রতি বিশ্বাসেরই প্রকাশ রেখেছে। এর আগে ১৫ পদে, ঈশ্বর সাপের প্রতি তাঁর অভিশাপের কথা বলেছিলেন, ***"আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করবে, এবং তুমি তাহার পাদমুল চূর্ণ করবে।"*** অর্থাৎ, শয়তান তথা পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে, ঈশ্বর নারীর বংশধর হয়ে একজন পরিত্রাতার আগমণের প্রতীজ্ঞা করেছেন। ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞাকে আদম বিশ্বাস করেছিল, তাই সে তার স্ত্রীর নাম **"নারী"** থেকে পরিবর্তিত করে **"হবা"** রাখল। এর আগে আমরা দেখেছি, ঈশ্বর যখন আদমের একাকীত্ব উপলব্ধি করে তার জন্য একজন অনুরূপ সহকারিণী করে স্ত্রীকে তার কাছে এনেছিলেন, তখন আদম বলেছিলেন, ***"এবার হয়েছে; এ আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; এর নাম নারী হবে, কারণ এ নর থেকে গৃহিত হয়েছে।" অর্থাৎ, আদমের স্ত্রীর প্রাথমিক নাম ছিল "নারী," যার অর্থ "নর হইতে গৃহিত"***। কিন্তু এখন তার নাম আদম পরিবর্তিত করে রাখল "হবা" যার অর্থ "জীবিত"। আমরাও আদমের স্ত্রীর নাম "হবা" বলেই জানি, যদিও আদমের দেওয়া তার প্রথম নাম ছিল "নারী"। ১৯ পদে, আদমের পরিণতির কথা ঈশ্বর বলেছিলেন, ***"তুমি ধূলি, এবং ধূলিতেই প্রতিগমন করবে।"*** এর অর্থ, আদম ও তার বংশধর জন্ম থেকেই মৃত্যুর উদ্দেশে এগিয়ে চলবে। কিন্তু এমন কথা শোনার পরও আদম তার স্ত্রীর নাম পরিবর্তিত করে ***"জীবিত"*** বা ***"জীবিত সকলের মাতা"*** রাখতে পেরেছিল, কারণ ১৫ পদে উল্লেখিত ঈশ্বরের প্রতীজ্ঞায় আদম বিশ্বাস করেছিল। মৃত্যুই যাদের একমাত্র গতি বা পরিণতি, তারা ***"আগত পরিত্রাতার"*** দ্বারা প্রকৃত জীবনের স্বাদ পাবার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিল। এইভাবে, নাম পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ অর্থ লুকিয়ে থাকার বিষয় আমরা সমগ্র বাইবেলে দেখতে পাই (অব্রাম- অব্রাহাম; সারই- সারা; যাকোব- ইস্রায়েল; শিমোন- পিতর, ইত্যাদি)। আদি ৩ অধ্যায়ের শিক্ষা থেকে, আমাদের পাপের প্রতি আমরা কেবল দুটি কাজ করতে পারি, (১) সেই পাপের জন্য অনুতাপ এবং (২) ঈশ্বরের প্রতীজ্ঞায় বিশ্বাস।

আদম যখন নিজের পাপস্বীকার করে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করল, ঈশ্বর তার প্রতি তাঁর দয়া প্রদর্শণ করলেন। ২১ পদে বলা হয়েছে, ***"সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তার স্ত্রীর জন্য চামড়ার বস্ত্র প্রস্তুত করে তাদের পড়ালেন।"*** ঈশ্বরের এই কাজের মধ্যে মানুষের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের কাজের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। আদম ও তার স্ত্রী ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে তাদের উলঙ্গতা

ঢেকেছিল (৩.৭); কিন্তু তাদের উলঙ্গতা ঢাকতে, বস্ত্র প্রস্তুত করতে, তাদের পরিবর্তে অন্য একটি প্রাণীকে বলি হতে হল। স্বয়ং ঈশ্বর পশুকে বধ করলেন, তিনি চামড়া সংগ্রহ করলেন, এবং আদম ও হবাকে তা পরালেন। অপব্যয়ী পুত্র যখন বাবার কাছে ফিরে এসেছিল, বাবা যেমন তাকে সবচেয়ে ভালো কাপড় পরিয়েছিল (লুক ১৫.২২); বা গাদারার ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করার পর, সে যেমন কাপড় পরে সুবোধ বালকের ন্যায় বসেছিল; অনুতপ্ত আদমের প্রতিও ঈশ্বর চামড়ার পোশাকের মাধ্যমে তার প্রতি নিজের অনুগ্রহই প্রকাশ করলেন। কেবল তাই নয়, এর দ্বারা ঈশ্বর আগামী দিনে প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাতার রক্তসেচনের দ্বারা আদম ও তার বংশধরদের পাপ থেকে পরিত্রাণকে নির্দেশ করেছেন। এর উল্লেখ আমরা ইফিষিয় ১.৬-৭ পদে পাই, "***সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদের সেই প্রিয়তমে অনুগৃহিত করেছেন, যাঁতে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পেয়েছি।***" এইভাবে, ঈশ্বর অনুতপ্ত ও তাঁর প্রতীজ্ঞায় বিশ্বাসী প্রত্যেকের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

৩। পাপের সর্বজনীনতা (*Universality of Sin*)

পাপে পতনের ফলস্বরূপ, পাপ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে; যীশুখ্রীস্ট ব্যতীত এই পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ এর দ্বারা আক্রান্ত। কেউই এই পাপ থেকে মুক্ত নয়। এমনকি, খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, এমন মানুষরাও এর সত্যতা স্বীকার করে থাকে।

মানুষের প্রকৃতির নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক ধর্মে স্বীকার করা হয়ে থাকে। আদি যুগের বিভিন্ন প্রাথমিক ধর্মেও (*Primitive Religion*) মানুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিভিন্ন বলি, এমনকি নরবলির পর্যন্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। ইস্‌লাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানে মানুষের পাপের সর্বজনীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে। এই পাপকে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ঈশ্বরের (*Personal God*) ইচ্ছা লঙঘন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মে কোন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় না। তাই পাপকে মায়া বলে ধরা হয়। তবুও হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পুস্তকে পাপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এবং পাপ থেকে উদ্ধারের বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত কার্যের কথা বলা হয়েছে (বলিদান, তীর্থ ভ্রমণ, তীর্থ স্নান, দান-ধ্যান, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদি)। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়, তবুও তা পাপের সর্বজনীনতা স্বীকার করে— বৌদ্ধ ধর্মে বিভিন্ন মন্দ অভিলাষকে পাপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

বাইবেল পরিষ্কারভাবে পাপের সর্বজনীনতার বিষয় শিক্ষা দেয়। ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণকেই বাইবেল পাপ বলে। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে প্রথম পাপের বর্ণনার পর, ৪ অধ্যায়ে প্রথম নরহত্যার কথা বলা হয়েছে: কয়িনের দ্বারা তার ভাই হেবলের মৃত্যু। মানুষের ইতিহাস যতই এগিয়েছে, ততই তাদের মধ্যে পাপের বিস্তার ঘটেছে, শেষ পর্যন্ত তা এমন আকার ধারণ করেছিল যে, ঈশ্বরের বিচার মহাপ্লাবনের দ্বারা উপস্থিত হয়েছিল। মহাপ্লাবনের সময় ***"ঈশ্বর দেখলেন, পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা বড়, এবং তার অন্তঃকরণের সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ"*** (আদি. ৬: ৫)। কিন্তু এই মহা-প্লাবনও মানুষের হৃদয়ের প্রাথমিক প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে পারেনি, কারণ মহাপ্লাবনের পরেও ঈশ্বর এমন কথা বলেছেন, ***"আমি মানুষের জন্য ভূমিকে আর অভিশাপ দেব না, কারণ বাল্যকাল অবধি মানুষের মনস্কল্পনা দুষ্ট"*** (আদি. ৮: ২১)।

পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে মানুষের পাপের এই সর্বজনীনতাকে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, শলোমন তাঁর দ্বারা নির্মিত মন্দির ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করার সময় এমন কথা বলেছেন, ***"তারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে - কেননা পাপ না করে এমন কোন মনুষ্য নেই . . . "*** (১ম রাজা. ৮: ৪৬)। ইয়োবের পুস্তকে আমরা এমন উল্লেখ পাই, ***"অশুচি হইতে শুচির উৎপত্তি কে করতে পারে, একজনও পারে না"*** (ইয়োব ১৪: ৪)। গীতসংহিতায় পাপের সর্বজনীনতার বিভিন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়: ***"হে সদাপ্রভু, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর, তবে, হে প্রভু, কে দাঁড়াতে পারবে"*** (গীত. ১৩০: ৩); ***"তোমার দাসকে বিচারে এনো না, তোমার সাক্ষাতে তো কোনও প্রাণী ধার্মিক নয়"*** (গীত. ১৪৩: ২)। হিতোপদেশ ও উপদেশকেও বিভিন্ন উল্লেখ পাওয়া যায় - ***"কে বলতে পারে, আমি চিত্ত বিশুদ্ধ করেছি, আমার পাপ থেকে শুচি হয়েছি"*** (হিত. ২০: ৯); ***"এমন ধার্মিক লোক পৃথিবীতে নেই, যে সৎ কর্ম করে, পাপ করেনি"*** (উপ. ৭: ২০)।

নতুন নিয়মও পরিষ্কারভাবে পাপের সর্বজনীনতার বিষয় শিক্ষা দেয়। যখন যীশু নীকদীমকে বলেছিলেন, ***"সত্য সত্য, আমি তোমাকে বলছি, নতুন জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না"*** (যোহন ৩: ৩), তখন তিনি মানুষের মন্দ প্রকৃতিকেই নির্দেশ করছিলেন, যার আত্মিক পুনর্জন্ম প্রয়োজন। রোমীয় পত্রের প্রথম অধ্যায়গুলিতে পৌল নিখুঁতভাবে পাপের সর্বজনীনতার বর্ণনা দিয়েছেন (রোমীয় ৩: ১৯-২০)। প্রকৃতভাবে, ***"সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন***

হয়েছে"(রোমীয় ৩: ২৩)। কেবল অবিশ্বাসীরা যে তাদের পাপের জন্য ঈশ্বরের ***"ক্রোধের পাত্র/সন্তান"***, এমন নয়, বিশ্বাসীরাও নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে, ***"সেই সকলের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন নিজের মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করতাম, এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবত ক্রোধের সন্তান ছিলাম"***(ইফি. ২: ৩)। যাকোবও পাপের সর্বজনীনতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: ***"আমরা সকলে অনেক প্রকারে উছোট খাই"*** (যাকোব ৩: ২)। যোহন এই বিষয়ে জলের ন্যায় স্বচ্ছতার সাথে প্রকাশ করেছেন : ***"আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে নিজেরাই নিজেদের ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নেই। . . . যদি আমরা বলি যে, পাপ করিনি, তবে তাঁকে মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁর বাক্য আমাদের অন্তরে নেই"***(১ম যোহন ১: ৮, ৯)।

৪। প্রাথমিক পাপ (Original Sin)

এখন আমরা প্রাথমিক পাপ সম্বন্ধে আলোচনা করব। মানুষ সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় মতবাদে এটি একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় দিক। প্রথমে আমরা প্রাথমিক পাপ ও বাস্তব পাপের মধ্যে পার্থক্যকে নির্দেশ করব। প্রতিটি মানুষ যে পাপপূর্ণ পরিস্থিতি বা অবস্থার মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করে, তাকে প্রাথমিক পাপ বলে। কিন্তু, মানুষ তার কাজ, কথা বা চিন্তার দ্বারা যে পাপ বাস্তবে সম্পাদন করে, তাকে বাস্তব পাপ বলা হয়।

দুটি কারণে আমরা প্রাথমিক পাপকে 'প্রাথমিক' বলে থাকি— (ক) কারণ মানবজাতির উৎপত্তির সময় এই পাপের উৎপত্তি হয়েছে, এবং (খ) এই পাপ 'প্রাথমিক' কারণ এ আমাদের সকল বাস্তব পাপের উৎসস্থল (অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের বাস্তব পাপের জন্য দায়ী নই)।

প্রাথমিক পাপ সম্বন্ধে মণ্ডলীর **ঐতিহ্যগত শিক্ষা** এই যে— মানুষের পাপে পতন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা আদম এবং হবা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙঘনের দ্বারা সাধন করেছিল। এই প্রথম পাপের জন্য, আদম-হবার সকল বংশধরেরা দূষিত/কলুষিত প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং আদমের সঙ্গে তাদের সংযোগের ফলস্বরূপ তারা প্রত্যেকেই পাপের দণ্ডাজ্ঞার অধীন। আদম প্রথম পাপের দ্বারা সকল মানুষের মস্তক বা প্রতিনিধি হিসাবে তার বংশধরদের প্রতি কাজ করে চলেছেন। অবশ্য সমসাময়িক অনেক ঈশতত্ত্ববিদ এই শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে থাকেন।

প্রাথমিক পাপ মতবাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে *Herman Bavinck* এমন কথা বলেছেন, **"খ্রীষ্টীয় মতবাদের বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে, এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়।"** দুটি কারণে এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ— (ক) বাইবেল এই বিষয়ে শিক্ষা দেয়, এবং (খ) যখন আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করি, কেবল তখনই আমরা নতুন জন্মের প্রয়োজনীয়তা ও খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত কাজের দ্বারা সম্পূর্ণ নতুনীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে পারি।

আদমের পাপের ফলস্বরূপ আমাদের প্রতি কী ঘটেছে, তা প্রাথমিক পাপ সম্বন্ধীয় মতবাদ আমাদের শিক্ষা দেয়। আদমের পাপের ফলস্বরূপ, এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ আজ পাপী হিসাবে জন্মগ্রহণ করে। আমরা একটু পরে, কীভাবে আদম থেকে আমাদের কাছে এই পাপের হস্তান্তর ঘটেছে, সে বিষয় শিখব।

বাইবেলের শিক্ষানুসারে, **অপরাধ** *(guilt)* এবং **দূষণ** *(pollution)* উভয়েই প্রাথমিক পাপের অন্তর্ভুক্ত।

ক) প্রাথমিক অপরাধ *(Guilt)*: এটি একটি আইনগত শব্দ, এর দ্বারা বিধান বা অনুশাসন বা আইনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়। এখানে এই শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের বিধানের প্রতি আমাদের সম্পর্ককে নির্দেশ করা হয়েছে। ঈশ্বরের আইন বা ব্যবস্থার প্রতি অনাজ্ঞাবহতার ফলস্বরূপ শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত (যোগ্য) অবস্থা বা পরিণতিকে অপরাধ বলা হয়। এর অর্থ এই নয় যে, আদম যে পাপ করেছিলেন, আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সেই পাপের জন্য দায়ী। তৃতীয় কোন ব্যক্তির কোন কাজের জন্য আমি বা আপনি কখনও সরাসরি দায়ী হতে পারি না। কিন্তু প্রাথমিক পাপ মতবাদ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আদম যখন প্রথম পাপ করে, তখন সে যেহেতু আমাদের প্রতিনিধি হয়ে এই কাজ করে, তার ফলস্বরূপ আদমের পাপের অপরাধের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে জড়িত। কারণ, আদম আমাদের মস্তক বা প্রতিনিধি।

বাইবেলের বিভিন্ন অংশ আমাদের এই প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। ১করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে আমরা আদম ও খ্রীষ্টের মধ্যে তুলনা দেখতে পাই। ১৫:২২ পদে উভয়কে মস্তক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে: ***"কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনই আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবন প্রাপ্ত হয়।"*** এই অধ্যায়ের ৪৫ পদে পৌল এই তুলনাকে আরও স্পষ্ট করে তুলে

ধরেছেন, ***"প্রথম 'মনুষ্য' আদম 'সজীব প্রাণী' হইল, শেষ আদম 'জীবন দায়ক আত্মা' হইলেন।"*** খ্রীষ্টকে 'শেষ আদম' বলার মাধ্যমে, পৌল এখানে আদমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একদিকে যখন খ্রীষ্ট আমাদের মস্তক, ঠিক অপরদিকে, আদমও আমাদের মস্তক।

রোমীয় ৫ঃ১৪-১৮ পদে, আদমকে আমাদের মস্তক ও প্রতিনিধি হিসাবে সুন্দরভাবে ধরা হয়েছে। ১৪ পদে আদমকে ***'সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ'*** বলা হয়েছে। এখন আদম কীভাবে খ্রীষ্টের প্রতিরূপ? নিজ লোকদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে, আদম নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের প্রতিরূপ নয়। কিংবা, খ্রীষ্টেকে অনুসরণ করার ন্যায়, আদমও আমাদের অনুসরণের পাত্র, এমনও নয়। কিন্তু আদম খ্রীষ্টের প্রতিরূপ, যেহেতু আদমও খ্রীষ্টের ন্যায় আমাদের মস্তক *(Head)* ও প্রতিনিধি *(Representative)*। তার কাজের দ্বারা আমরা সকলে আক্রান্ত হয়েছি, সকল মানুষ। ১৬ পদে পৌল বলেছেন, ***"এক ব্যক্তি পাপ করাতে যেমন ফল হইল, . . . কেননা বিচার এক ব্যক্তি হইতে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত . . .।"*** অর্থাৎ আদম পাপ করার সময় আমাদের প্রতিনিধি হয়ে সে কাজ করেছে, কারণ তার পাপের ফলস্বরূপ আমরা সকলে ঈশ্বরের বিচারের দণ্ডাজ্ঞার অধীন হয়েছি। ৫:১৮ পদে তাই এমন কথা বলা হয়েছে, ***"অতএব যেমন এক অপরাধ দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হইল, তেমনি ধার্মিকতার একটি কার্য দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে জীবনদায়ক ধার্মিক-গণনা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হইল।"*** অর্থাৎ, আদমের পাপের কারণে সকল মনুষ্যের উপরে দণ্ডাজ্ঞা উপস্থিত হয়েছে। একদিকে, যেমন আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ঠিক তেমনই আমরা আদমের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত; এবং এই দুই সম্পর্ক আমাদের উপর দুই প্রকার কার্য করে। একদিকে, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফলস্বরূপ আমরা **'ধার্মিক-গণনা'** লাভ করি, ঠিক তেমনি, অপরদিকে, আদমের মাধ্যমে আমরা **'দণ্ডাজ্ঞা'** লাভ করেছি। অর্থাৎ যদি খ্রীষ্ট আমাদের প্রতি প্রতিনিধিত্বের কাজ করে থাকেন, আদমও তাই করেছে। যদি খ্রীষ্ট আমাদের মস্তক হয়ে থাকেন, তা হলে আদমও ঠিক একইভাবে আমাদের মস্তক ছিল।

তাই প্রাথমিক অপরাধের (প্রাথমিক পাপের জড়িত অপরাধ) দ্বারা আমরা বুঝি যে, আমাদের মস্তক ও প্রতিনিধি আদমের অবাধ্যতার দ্বারা আমরা দণ্ডাজ্ঞার অধীন হয়েছি।

খ) প্রাথমিক দূষণ *(Pollution)*: প্রাথমিক পাপের অপর দিকটি হল ***'দূষণ বা কলুষতা'***। এটি একটি নৈতিক ধারণা। এর দ্বারা ব্যবস্থার সামনে আমাদের অবস্থান নয়, কিন্তু এর দ্বারা আমাদের নৈতিক পরিস্থিতিকে নির্দেশ করা হয়। প্রাথমিক পাপের ফলস্বরূপ আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি বা স্বভাবের যে দূষণ ঘটেছে তাকে প্রাথমিক দূষণ বলা হয়। আদমের অপরাধের সঙ্গে আমাদের সংযোগ থাকার ফলস্বরূপ, আমরা সকলে এই দূষিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করি।

প্রাথমিক দূষণের আবার দুইটি দিক আছে - **সম্পূর্ণ পতন** *(Total Depravity)* ও **সম্পূর্ণ অক্ষমতা** *(Spiritual Inability)*।

অ) সম্পূর্ণ পতন/দূষণ *(Total Depravity)*: এর প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। **এর অর্থ এই নয় যে,**

১। একজন মানুষের পক্ষে যতখানি কলুষিত হওয়া সম্ভব, প্রতিটি মানুষ ঠিক ততখানি কলুষিত হয়েছে,

২। যাদের নতুন জন্ম হয়নি, তাদের ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করবার কোন সংবেদ বা বিবেকবোধ নেই,

৩। যারা নতুন জন্ম পায়নি, তারা সকল প্রকার পাপ কার্যে লিপ্ত,

৪। যারা নতুন জন্ম পায়নি, তারা **অন্যদের দৃষ্টিতে** কোন প্রকার উত্তম বা সাহায্যকারী কার্য করতে অক্ষম।

কিন্তু সম্পূর্ণ পতন বা দূষণের অর্থ,

১। প্রাথমিক পাপের দূষণ মানুষের প্রকৃতির প্রত্যেকটি দিককে অর্থাৎ যুক্তিশক্তি, ইচ্ছা, এমনকি বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণাকে দূষিত করেছে।

২। মানুষ তার জীবনে তার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে অনিচ্ছুক।

শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে মানুষের এই সম্পূর্ণ দূষণ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। যোহন ৩:৩ পদ অনুসারে, মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতি বা স্বভাবের দ্বারা (নতুন জন্ম না পাওয়া অবস্থায়) ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা দূরের কথা, দেখতে পর্যন্ত পায় না। নতুন নিয়মের প্রায় সকল বাণী, ঈশ্বরকে ভালোবাসে না এমন পাপীদের উদ্দেশে দত্ত হয়েছে, যারা একে অপরকেও ভালোবাসে না, এবং যাদের পবিত্র আত্মার কার্যের দ্বারা মৌলিক পরিবর্তনের *(radical change)* প্রয়োজন। কারণ এই পরিবর্তন ব্যতীত তারা **ঈশ্বরের দৃষ্টিতে** তাঁকে সন্তুষ্ট করার কোন কাজ করতে পারে না।

যিরমিয় ১৭ঃ৯ পদ এই বিষয় পরিষ্কার বিবৃতি দেয়, ***"অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য, কে তাহা জানিতে পারে?"*** সুসমাচারের দুটি অংশে যীশু নিজে এই বিষয়ে বলেছেন। একবার খাবার আগে হাত ধোওয়া সম্পর্কে

ফরিশীদের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদের সময় যীশু এমন কথা বলেছিলেন, ***"কেননা ভিতর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বাহির হয় — বেশ্যাগমন, চৌর্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মূর্খতা; এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে"*** (মার্ক ৭: ২১-২৩)। আর একবার, বিশ্রামবারে অসুস্থকে সুস্থ করার বিষয় ইহুদীদের সঙ্গে বিতর্কের সময় যীশু বলেন, ***"আমি তোমাদিগকে জানি, তোমাদের অন্তরে তো ঈশ্বরের প্রেম নাই"*** (যোহন ৫: ৪২)।

পৌলের লেখা বিভিন্ন পত্রগুলিতেও সম্পূর্ণ পতনের বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। **রোমীয় ৭ঃ১৮** পদ অনুসারে, পাপের কর্ত্তৃত্বাধীন বা পাপের দাসত্বে আবদ্ধ মানুষের সম্পূর্ণ প্রকৃতিতে (মাংস) কোনরূপ উত্তমের স্থান নেই। একইভাবে, **রোমীয় ৮ঃ৭** পদে মাংসের ভাবকে ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। **ইফিষীয় ৪ঃ১৭-১৯** পদে সম্পূর্ণ পতনের প্রাঞ্জল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। **তীত ১ঃ১৫-১৬** পদও একই কথা বলে। **ইফিষীয় ২ঃ১-৩** পদে, পৌল উল্লেখ করেছেন যে, এমনকি আজ যারা বিশ্বাসী, একদিন তারাও পূর্বে পরজাতিদের ন্যায় একই দূষিত পরিস্থিতিতে ছিল। এখানে ***'ক্রোধের সন্তানের'*** দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্রদের নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বাসীরাও **ঈশ্বরের নতুনীকরণ অনুগ্রহ ব্যতীত**, তাদের নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে, এতখানি মন্দ ও দূষিত যে, তারাও ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র। (আমরা অবশ্যই মনে রাখব যে, উপরে উল্লিখিত অংশগুলি কখনই বিশ্বাসীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। কারণ তারা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কার্যের দ্বারা এখন খ্রীষ্টে আছে। কিন্তু উপরের অংশগুলি স্বাভাবিক প্রকৃতির বশবর্তী মানুষ বা নতুন-জন্ম পায়নি, এমন মানুষের প্রতি প্রযোজ্য।)

আ) সম্পূর্ণ অক্ষমতা *(Total/ Spiritual Inability)*: প্রাথমিক দূষণের দ্বিতীয় দিক সম্পূর্ণ অক্ষমতা বা আধ্যাত্মিক অক্ষমতা। অর্থাৎ আদমের পাপের ফলে, প্রতিটি মানুষ **আত্মিকভাবে অক্ষম** অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এই অক্ষমতার অর্থ এই নয় যে, নতুন-জন্ম পায়নি এমন লোক, তার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে, কোন অর্থেই কোনরূপ সৎ কার্য করতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের সাধারণ অনুগ্রহ *(Common Grace)*, আমাদের ইতিহাস ও সমাজে পাপের অগ্রগতিকে দমন করে চলেছে। তাই নতুন জন্ম পায়নি এমন লোকেরাও কিছু সৎ কার্য বা পূণ্য করতে পারে। যদিও এই প্রকার সৎ কার্য কখনও ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবার জন্য বা ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বেচ্ছায় পূরণ করবার জন্য সাধিত হয় না।

কিন্তু যখন আমরা মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা বলি, তখন আমরা দুটি বিষয়কে বোঝাতে চাই:

১। একজন অবিশ্বাসী কখনও তার কথা, কাজ বা চিন্তার দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না; অর্থাৎ, সে কখনও তাঁর আজ্ঞা **সম্পূর্ণভাবে** পালন করতে পারে না।

২। পবিত্র আত্মার বিশেষ কাজ ছাড়া কোনও অবিশ্বাসীই কখনও তার পাপ-পূর্ণ **আত্ম-প্রেমকে ঈশ্বর-প্রেমে** পরিবর্তিত করতে পারে না।

নতুন নিয়মের সকল শিক্ষাই এবিষয় সাক্ষ্য দেয়। যেহেতু, মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে অনুতাপ ও বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরতে এবং ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করার জীবনযাপন করতে অক্ষম; সেইহেতু, নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে মানুষের নতুন জন্ম, আত্মিক জন্ম বা শুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় জোর দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, **যোহন ৩ঃ৩, ৫ পদে**, নীকদীম কখনও ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে বা প্রবেশ করতে পারবে না, যদি না নতুন জন্ম নামক মৌলিক পরিবর্তন তার জীবনে সাধিত হয়। **যোহন ৬ঃ৪৪ পদ** অনুসারে, মানুষ কখনও তার নিজের শক্তি বা ক্ষমতার দ্বারা খ্রীষ্টের প্রতি আকর্ষিত হতে পারে না। আবার **যোহন ১৫ঃ৪-৫ পদে** দ্রাক্ষালতার উপমার দ্বারা বলা হয়েছে যে, মানুষ, যীশু ছাড়া আধ্যাত্মিক ফল ধারণে সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষম।

পৌলের পত্রগুলিতেও এবিষয় অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। ইচ্ছা সত্বেও আমরা উত্তম কার্য করতে অক্ষম (রোমীয় ৭:১৮-১৯)। আমরা আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতির দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম (রোমীয় ৮:৭-৮)। মানুষ স্বাভাবিক স্বভাবের বশবর্তী হয়ে আত্মিক বিষয়ের শিক্ষা লাভে অক্ষম (১ম করি. ২:১৪)। ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া প্রেরিত বা তাঁর কার্যকারী আমরা আমাদের খ্রীষ্টিয় আহ্বানকে পূর্ণ করতে পারি না (২য় করি. ৩: ৪-৫)। অর্থাৎ, আমরা আমাদের স্বভাবের দ্বারা (এমনকি বিশ্বাসীরা তাদের নতুন জন্মের পূর্বে) আত্মিকভাবে মৃত (ইফি. ২: ৪-৫)।

শেষ কথা

মানুষের প্রকৃত স্বভাবের মূলে পাপ থেকে যাওয়ায় এই বিষরূপ পাপ মানুষের জীবনের কেন্দ্রে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ মানুষকে দূষিত করেছে। খ্রীষ্ট যীশুতে দত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত এই অপরাধের দূষণ থেকে মুক্তি অসম্ভব। মানুষের নতুন জন্মের দ্বারাই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রকৃত মানবিক স্বভাব লাভ করা সম্ভব।

৫) পাপের হস্তান্তর *(Transmission of Sin)*

এর পূর্বে আমরা দেখেছি যে, আদম আমাদের মস্তক বা প্রতিনিধি এবং তার সঙ্গে আমাদের এই সংযুক্তির ফলস্বরূপ আমরা সকলে দণ্ডাজ্ঞার অধীন হয়েছি। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠবে, আদমের সঙ্গে তার বংশধরদের মধ্যে কী সম্পর্ক বর্তমান? কোন্ পথে, কীভাবে আদমের পাপ ও অপরাধ আমাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে?

ক) পেলাগিয়ূসের দৃষ্টিভঙ্গি *(Pelagian View) :*

এর বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। এমনকি অনেকে আদমের পাপের সঙ্গে আমাদের নিজেদের পাপের সম্পর্ককে অস্বীকার পর্যন্ত করেছেন। এদের মধ্যে *Pelagius* অন্যতম প্রধান ছিলেন। *Pelagius* একজন ইংল্যাণ্ডের সন্ন্যাসী ও ঈশতত্ত্ববিদ ছিলেন, যিনি আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে রোমে বাস করতেন। *Pelagius* এবং তার অনুসরণকারীরা আদমের পাপের সঙ্গে তার বংশধরদের পাপের মধ্যে কোনও পার্থক্যকে স্বীকার করেন না। এদের মতানুসারে, আদম না-ভালো, না-মন্দ অবস্থায় (অর্থাৎ *Neutral* অবস্থায়) সৃষ্ট হয়েছিল। আজকের দিনে প্রতিটি মানুষও তার ন্যায় একই *Neutral* অবস্থায় সৃষ্ট হয়। প্রাথমিক পাপ বলে কিছু নেই। আদম থেকে আমাদের কাছে কোনও পাপের হস্তান্তর হয়নি। কোনও অপরাধ বা দূষণও হস্তান্তরিত হয়নি। পাপে কেউ জন্ম গ্রহণ করে না, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে পাপ কাজ করে। মানুষ আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী, তাই তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভাল বা মন্দ কিছু করতে পারে। মানুষের পাপ কাজ করার পর তার সত্তার কোন পরিবর্তন হয় না, পাপ করার পরেও সে একই ভাবে ভাল কাজ করার ক্ষমতার অধিকারী থাকে। স্প্রিং-এর ন্যায় যেদিকেই গমন হোক না কেন, আবার সে তার স্বাভাবিক *(Neutral)* অবস্থায় ফিরে আসে। *Pelagius* আরও বলেছেন যে, মানুষ যদি ইচ্ছা করে তা হলে পাপ না করে ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালন করতে পারে। তাই তাঁর কথানুসারে শাস্ত্রে অনেক নিষ্পাপ ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়।

Pelagius এর ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা হয়, তা হলে পাপের সর্বজনীনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, আদম যে মন্দ উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থিত করে, আমরা সবাই তার অনুকরণের দ্বারা পাপকে হস্তান্তরিত করেছি বা সর্বজনীন করেছি।

অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা অনুসারে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করার জন্য মানুষের নতুন জন্মের কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের নিজেদের সত্তানুসারে সেই ক্ষমতার অধিকারী।

মণ্ডলী কিন্তু *Pelagius* এর চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেনি। আমরা তার পশ্চাতে বিভিন্ন কারণ দেখতে পাই:

১) *Pelagius*-এর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বাইবেল বিরুদ্ধ। **রোমীয় ৫ঃ১২-২১ পদ** স্পষ্ট করে আদমের পাপের সঙ্গে তার বংশধরদের পাপের সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। **ইফিষীয় ২ঃ৩ পদ** অনুসারে, এমনকি বিশ্বাসীরাও স্বভাবত ক্রোধের সন্তান ছিল। যদি আদমের ন্যায় তাদের জন্ম হয়ে থাকে, তারা কিভাবে ক্রোধের পাত্র হতে পারে?

২) *Pelagius*-এর শিক্ষা আমাদের অভিজ্ঞতারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। পাপ কাজ আমাদের সত্তাকে গভীর ভাবে আক্রান্ত করে। পাপ কাজ করার পর কখনও আমরা একই থাকতে পারি না। মন্দ প্রকৃতি থেকে পাপ কাজের উৎপত্তি ঘটে, এবং যদি তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহলে তা পাপপূর্ণ অভ্যাসে রূপান্তরীত হয়, এবং শেষে পাপের দাসে পরিণত করে (যোহন ৮:৩৪)।

৩) মন্দ উদাহরণ সর্বদা দূষিত করতে পারে না। আমরা যোষেফ বা দানিয়েলের কথা চিন্তা করতে পারি। মিসর বা বাবিলের পরিবেশ তাদেরকে পাপ করাতে পারেনি। পাপের মূলে পরিবেশ নয়, কিন্তু আরও গভীরে মানুষের হৃদয় আছে।

খ) মাধ্যমিক দোষারোপ *(Mediate Imputation)*

Imputation একটি আইন সংক্রান্ত শব্দ। অর্থ *'to reckon something to someone's account'* । খ্রীষ্টীয় ঈশতত্ত্বে শব্দটি সাধারণত ঈশ্বরের তিনটি আইন সংক্রান্ত কাজকে নির্দেশ করে -

১) যার দ্বারা আদমের পাপের অপরাধ তার বংশধরদের প্রতি আরোপিত হয়।

২) যার দ্বারা খ্রীষ্টের নিজের লোকদের পাপ খ্রীষ্টের উপর আরোপিত হয়।

৩) যার দ্বারা খ্রীষ্টের ধার্মিকতা তাঁর লোকদের প্রতি আরোপিত হয়।

ফ্রান্সের *Josue' De La Place (1596-1655)* প্রথম আদমের পাপের মাধ্যমিক দোষারোপের বিষয় শিক্ষা দেয়। অবশ্য তার এই মতবাদকে ১৬৪৫ সালের *Synod of Charenton*-এ এবং ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্বাস সূত্রে *(Formula Concensus Helvetica)* খণ্ডন করা হয়।

এর শিক্ষানুসারে, আদমের পাপের অপরাধ আমাদের প্রতি সরাসরি বা তাৎক্ষণিক *(Immediate)* ভাবে আরোপিত হয় নাই, কিন্তু মাধ্যমের দ্বারা ঘটেছে। অর্থাৎ সরাসরি নয়, মাধ্যমের দ্বারা সাধিত হয়েছে। **আমরা সবাই আমাদের পিতা-মাতাদের মাধ্যমে আদম থেকে পাপের দূষণ লাভ করি**। এই দূষণের ভিত্তিতে আমরা আদমের পতনের অপরাধের সাথেও একই ভাবে জড়িত।

সমালোচনা *(Objection) :*

১) আদমের পাপের একটি ফল দূষণ, ইহা কখনও আদমের পাপের অপরাধে আমাদেরকে অপরাধী করার ভিত্তি হতে পারে না।

২) আদমের অপরাধ যদি আমাদের পিতামাতাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে থাকে, তা হলে আদমের অন্যান্য পাপের অপরাধ বা আমাদের প্রত্যেক পূর্বপূরুষদের প্রত্যেকটি অপরাধ আমাদের উপরে কেন আরোপিত হয়নি?

৩) শাস্ত্রের যে অংশকে বিশেষ ভিত্তি করে এই শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই রোমীয় ৫:১২-২১ পদে এই শিক্ষার পক্ষে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। ১৬ এবং ১৮ পদে পৌল পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, আদমের পাপের ফলে আমরা দণ্ডাজ্ঞার অধীন হয়েছি।

গ) প্রকৃতবাদ এবং তাৎক্ষণিক বা প্রত্যক্ষ দোষারোপ
(Realism & Immediate Imputation)

Tertullian এবং *Augustine*-এর সময় থেকে *Realism* মতের প্রচলন ছিল। এই মতানুসারে প্রথমে ঈশ্বর, এক বর্গীয় মনুষ্য প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন *(one generic human nature) (generic : genus - a class of object all subordinate specis),* যা পরবর্তী সময় বিভিন্ন পৃথক ব্যক্তিত্বে বিভক্ত হয়েছে। তাই, আদম এই সম্পূর্ণ মনুষ্য প্রকৃতির অধিকারী ছিল। অতএব, সে যখন পাপ করল, তখন মনুষ্য প্রকৃতির প্রতিটি অংশ পাপ করল। তাই আমরা প্রত্যেক আদমের পাপে অপরাধী। যেহেতু, আমরা সকলে এই বর্গীয় মনুষ্য প্রকৃতির এক একটি অংশ, আমরা প্রত্যেকে আদমে এবং আদমের সঙ্গে প্রথম পাপ করেছি।

আগষ্টিনের এমন কথা বলেছেন, *"যেহেতু, আমরা সকলে সেই একটি মানুষে উপস্থিত ছিলাম, যেহেতু আমরা সকলে সেই একটি মানুষ ছিলাম, যে মানুষটি পাপে পতিত হয়েছিল . . . মানুষ আমরা প্রত্যেকে মানুষ থেকে আসি ও পাপে জন্মগ্রহণ করি।"*

এমন মতের পিছনে কারণ খুব সহজেই অনুমেয়। আদমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা যে-পাপের সঙ্গে জড়িত, সেই পাপ অবশ্যই প্রকৃতরূপে আমাদের পাপ হওয়া উচিত। কারণ তা যদি না হয়, ঈশ্বর কীভাবে আমাদের উপর এমন অপরাধ চাপাতে পারেন, যে পাপের জন্য আমরা দায়ী নই, বা যে পাপ আমরা করিনি? যদি ঈশ্বর এই পাপের জন্য আমাদের দোষী বা অপরাধী সাব্যস্ত করেন, তবে নিশ্চয়ই কোন না কোন অর্থে, সেই পাপ আমাদের প্রকৃত পাপ ছিল। তাই আদমের পাপ প্রকৃতভাবে আমাদেরই পাপ।

মণ্ডলীর আদিযুগে, গ্রীক নতুন নিয়মের লাতিন অনুবাদে *(Vulgate)* রোমীয় ৫:১২ পদের অনুবাদ *'Eph ho'* কে ***"যাহাতে সকলে পাপ করল"*** *(In whom all sinned)* করা হয়েছে। কিন্তু *'Eph ho'* গ্রীক ভাষায় একটি প্রবাদ *(idiom),* যার অর্থ - ***"কারণ বা যেহেতু"*** *(because / since)*। তাই, এই অংশের অনুবাদ - ***"যেহেতু সকলে পাপ করল"*** হওয়া উচিত। এই কারণে হয়ত **মণ্ডলীর আদিযুগে** প্রকৃতবাদের *(Realism)* বিকাশ ঘটেছিল।

প্রথম সমালোচনাহ্ল এই মতবাদের বিপক্ষে অনেকে মত প্রকাশ করে থাকেন। এর বিপক্ষে মত প্রকাশকারীরা বলে থাকেন যে, *Realism* প্রকৃতভাবে আদমের পাপ ও আমাদের পাপের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যার সমাধান করে না। আদম যখন পাপ করে তখন আমরা সকলে আদমে উপস্থিত ছিলাম, - এইরূপ ধারণা কখনও প্রকৃত সমস্যার সমাধান করে না। কারণ তখন আমরা আদমে **পূর্ণ ব্যক্তি** *(individual)* হিসাবে নয়, কিন্তু একটি **অবিভক্ত মনুষ্য প্রকৃতির** বিভিন্ন অংশরূপে উপস্থিত ছিলাম। এর দ্বারা কখনও আদমের পাপে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বকে স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সমালোচনার বিরুদ্ধে আমরা **ইব্রীয় ৭হ্ল৯-১০ পদ** থেকে উত্তর দিতে পারি। ইব্রীয় ৭: ৯-১০ পদ আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে যে, লেবী মল্কীষেদককে অব্রাহামের মাধ্যমে দশমাংশ দিয়েছিল, যেহেতু, ***"যখন মল্কীষেদক তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন লেবী পিতার (পিতৃপুরুষ) কটিতে ছিলেন"***(ইব্রীয় ৭:১০)। যদিও লেবী অব্রাহামের বংশধর (প্রপৌত্র) *(Great Grandson)* তবু তার জন্মের ১৮০ বৎসর বা তারও বেশি সময় পূর্বে অব্রাহাম মল্কীষেদককে

যে দশমাংশ দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে লেবী অজ্ঞাত ছিল। তবুও ইব্রীয় পুস্তকের লেখক, প্রকৃত পক্ষে অব্রাহামের দ্বারা দশমাংশ দানকে লেবীর দ্বারা দশমাংশ দান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ঠিক একইভাবে শাস্ত্রের কথানুসারে, যেহেতু আদম সকল মনুষ্য জাতির পিতা, সেইহেতু আমরা সকলে, যখন আদম প্রথম পাপ করেছিল, তখন **"আমরা তার কটিতে ছিলাম।"**

দ্বিতীয় সমালোচনাহ্ল- এই মতবাদ *(Realism)* আমাদের কেবলমাত্র আদমের প্রথম পাপে অপরাধী করে, কিন্তু আদমের অন্যান্য পাপ বা আমাদের পিতামাতা বা পিতৃপুরষদের পাপে অপরাধী করে না কেন? এর উত্তরে বলা হয়ে থাকে যে, আদম যখন **প্রথম পাপ** করে, তখন সে একজন **"সর্ব সাধারণের বিদিত মানুষ"** *(Public Person)* ছিল। সে তখন আমাদের মস্তক হয়ে কাজ করেছিল, যা তার দ্বারা অন্যান্য পাপ কার্যের সঙ্গে পৃথক বা আমাদের পিতৃপুরুষদের পাপ কার্য থেকে পৃথক।

তৃতীয় সমালোচনাহ্ল- রোমীয় ৫:১২-২১ পদে আদম ও যীশুর মধ্যে তুলনায়, কখনও যীশু খ্রীষ্টেতে **"বর্গীয় মনুষ্য প্রকৃতির"** *(generic human nature)* কথা বলা হয়নি। বা যীশুতে বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের বর্গীয় মনুষ্য প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ হিসাবে বর্ণনা করা সম্ভ ব নয়। এর উত্তরে আমরা বলে থাকি যে, রোমীয় ৫:১২-২১ পদে যদিও আদম ও খ্রীষ্টের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে, তবু এই তুলনা সম্পূর্ণ নয়। আদম ও খ্রীষ্টের মস্তক অধিকারের *(Heagship)* মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। যীশু ও আদমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের দুটি প্রধান পার্থক্য -

১) আমরা কখনও খ্রীষ্টের কটিতে ছিলাম না, যদিও আমরা আদমের কটিতে ছিলাম।

২) যেহেতু আদমের পাপ করার সময়, আমরা তার কটিতে ছিলাম, আমরা তাতে পাপ করেছি। এইভাবে দেখেন - "যেন (আমরা) কখনও পাপ করি নাই . . . যেন (আমরা) খ্রীষ্টের বাধ্যতার ন্যায় নিখুঁত ভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করেছি" *(Heidelberg Catechism, Answer No -60)*। তাই খ্রীষ্টেতে আমাদের ধার্মিকতা *'as if'* ধার্মিকতা যা আমাদের নিজেদের নয়, কিন্তু অপার করুণার। কিন্তু আদমে আমাদের পাপ *'as if'* নয়, এ আমাদের সত্য পাপ।

এই মতবাদ *(Realism)* যদিও শাস্ত্রের সত্যের উপর স্থাপিত এবং আমাদের পাপের সঙ্গে আদমের পাপের সম্পর্ক সম্বন্ধে আংশিক উত্তর দিয়ে থাকে, তবুও এই মতবাদ এই সমস্যার পূর্ণ সমাধানে অসমর্থ। তাই আমাদের *Immediate Imputation* (তাৎক্ষণিক বা প্রত্যক্ষ দোষারোপ) বিষয়ে দেখতে হবে।

প্রত্যক্ষ দোষারোপ *(Immediate Imputation)* -এর শিক্ষানুসারে আমাদের মধ্যে আদমের অপরাধের আরোপ মাধ্যমিক নয়, কিন্তু তাৎক্ষণিক বা সরাসরি। তাৎক্ষণিক শব্দটি সময়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, **'সরাসরি বা প্রত্যক্ষ দোষারোপ'** শব্দটি বেশি উপযোগী।

এই মতের অনুসরণকারীদের চিন্তানুসারে, আদম তার বংশধরদের সঙ্গে দুই ধরণের সম্পর্কে আবদ্ধ, একদিকে সে তাদের মস্তক *(Head)*, অপরদিকে সে তাদের **প্রতিনিধি** *(Representative)*। যখন আদম পাপ করেছিল, তখন সে আমাদের **প্রতিনিধি** হয়ে পাপ করেছিল, তাই আমরা সকলে সেই পাপের অপরাধের এবং তার পাপের ফল বা দণ্ডাজ্ঞার সঙ্গে জড়িত। তাই ঈশ্বর **সরাসরি** আদমের প্রথম পাপের অপরাধ আমাদের উপর আরোপ করেছেন। অপরাধের এই আরোপ দূষণের মাধ্যমে বা কোন মাধ্যমের দ্বারা আমাদের কাছে আসেনি, সরাসরি আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে।

আদমের অপরাধের সঙ্গে আমাদের এই সম্পর্কের ফলস্বরূপ প্রতিটি মানুষ কলুষিত পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করে। এই দূষণ আমাদের পিতামাতা দ্বারা আমাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। কীভাবে এই দূষণ পিতামাতার কাছ থেকে সন্তানদের কাছে হস্তান্তরিত হয়, তা উপলব্ধি করা খুব কঠিন। মানুষের উত্তরাধিকারসূত্র এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র এবং আমাদের অভিজ্ঞতা উভয়ই সাক্ষ্য দেয় যে, পাপের দূষণ পিতামাতার কাছ থেকে তাদের বংশধরদের মধ্যে ছড়ায়।

অতএব, **'প্রত্যক্ষ আরোপে'** কেবলমাত্র **অপরাধের** প্রত্যক্ষ হস্তান্তরকে নির্দ্দেশ করে, **দূষণের** প্রত্যক্ষ হস্তান্তরকে নয়। অর্থাৎ সহজ কথায়, আদম থেকে **অপরাধের প্রত্যক্ষ হস্তান্তর** আমাদের প্রতি ঘটেছে, কিন্তু **দূষণের হস্তান্তর মাধ্যমের দ্বারা ঘটেছে।**

কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় সমালোচনা হল, এই মতবাদ যদি সত্য হয়, তা হলে যে পাপ আমরা কখনও করিনি, ঈশ্বর কীভাবে সেই পাপে আমাদের অপরাধী করেন? যারা এমন সমালোচনা করেন, তারা সাধারণত নিচের পদগুলি উল্লেখ করে থাকেন—

১) ***"তৎকালে লোকে আর বলিবে না, পিতারা অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইয়াছিলেন, তাই সন্তানদের দাঁত টকিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকজন আপন আপন অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে, যে ব্যক্তি অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইবে তাহার দাঁত টকিয়া যাইবে"***

(যিরমিয় ৩১:২৯-৩০)।

২) ***"সন্তানের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না, প্রতিজন আপন আপন পাপ প্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে"*** (দ্বি বি ২৪:১৬)।

৩) ***"যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে, পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না, ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে"*** (যিহি ১৮:২০)।

এই বড় সমালোচনার উত্তর, কেবলমাত্র *Realistic View* কে গ্রহণের দ্বারা সম্ভব। অর্থাৎ, আদম যখন পাপ করেছিল, আমরা সকলে তাতে উপস্থিত ছিলাম। এ যদি সত্য হয়, তাহলে, যে পাপের অপরাধ আমাদের উপর আরোপ করা হয়েছে, সেই পাপ সম্পূর্ণভাবে আমাদের কাছে বিদেশি নয়।

এই সকল বিভিন্ন মতবাদ পরিক্রমার পর আমরা যত্ন সহকারে রোমীয় ৫:১২-২১ পদের ব্যাখ্যা দেখব। কিন্তু প্রথমেই আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, পত্রের এই অংশে পৌলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য পাপ ও পাপের ফলের হস্তান্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নয়; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টেতে আমরা যে বিস্ময়কর আশীর্বাদ লাভ করি, তার বর্ণনা। কিন্তু খ্রীষ্টের এই মহান আশীর্বাদের মহত্ব প্রকাশ করার জন্য পৌল মানুষের পাপপূর্ণ এবং দণ্ডিত অবস্থার অন্ধকারের পটভূমিকাকে প্রথমে এঁকেছেন। তাই, আমাদের সেই পটভূমিকাকে প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে।

৫:১২ পদ, ***"অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল, আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল।"*** এই পদের প্রথম অংশ নিঃসন্দেহে আদমকে নির্দেশ করে (যদিও তার নাম ১৪ পদে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে) এবং কেন তার উপর মৃত্যু এসেছিল, তার বর্ণনা করা হয়েছে। পদের দ্বিতীয় অংশ সমুদয় মনুষ্যের কথা বলে, এবং কেন সকল মানুষের উপর মৃত্যু এসেছিল, তার উত্তর দেয়। উত্তর: ***"কেননা সকলেই পাপ করিল।"*** এখন, এখানে অনেকে এই পাপকে বাস্তব পাপ বলে থাকেন। অর্থাৎ তাদের মতানুসারে, জন্মের পর মানুষ তার জীবনযাপনে যে সত্য বা বাস্তব পাপ করে থাকে, তার দ্বারা এখানে, "সকলেই পাপ করিল" বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু এই ব্যাখ্যা সত্য নয়। পৌল এখানে কখনও বাস্তবিক পাপকে নির্দেশ করেননি। কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা হল, মৃত্যু সমুদয় মানুষের কাছে এল, কারণ তারা সকলে আদমে পাপ করল। পরবর্তী ১৫ এবং ১৭ পদে আমরা লক্ষ করি : ***"একের অপরাধে যখন অনেকে মরিল," "একের অপরাধে, সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল"*** - এই সকল কথার দ্বারা আদমের পাপকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী ১৩ এবং ১৪ পদে বলা হয়েছে, ***"কারণ ব্যবস্থার পূর্বেও জগতে পাপ ছিল, কিন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ গণিত হয় না। তথাপি যাহারা আদমের আজ্ঞা লঙ্ঘণের সাদৃশ্যে পাপ করে নাই, আদম অবধি মোশি পর্য্যন্ত তাহাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করিয়াছিল। আর আদম সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ।"*** অর্থাৎ যে সকল মানুষ আদম ও মোশির মধ্যবর্তী সময়ে বসবাস করত, তাদের প্রতি যদিও মৃত্যু সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার আজ্ঞা (যেমন আদমের প্রতি প্রদত্ত হয়েছিল) প্রদত্ত হয়নি, তবুও তারা সকলে মরেছিল। অর্থাৎ ১২ পদের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পাপের জন্য নয়, কিন্তু আদমের সঙ্গে তাদের সংযোগের ফলস্বরূপ মারা গিয়েছিল। আবার এখানে বাস্তবিক পাপকে নির্দেশ করা হলে, শিশুদের মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ উপরের ঈশতত্ত্ববিদদের ব্যাখ্যা সত্য হলে শিশুদের মৃত্যু অসম্ভব, কারণ তারা বাস্তবিক পাপ সাধনে অসম্ভব।

অতএব, ১২ পদের ***"কেননা সকলেই পাপ করিল"*** কথার দ্বারা বাস্তবিক পাপ নয়, কিন্তু **প্রাথমিক পাপকে নির্দেশ করা হয়েছে**। কেননা আমরা সকলে আদমে পাপ করলাম, যেহেতু আদম যখন পাপ করে, **তখন আমরা সকলে তার কটিতে ছিলাম**। এই কারণে মৃত্যু সমস্ত মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে *(Realism)*।

আমরা একবার ১৪ পদের শেষ অংশটিকে দেখব, *"আর আদম সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ।"* আদম কীভাবে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিরূপ, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। খ্রীষ্ট যেমন আমাদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব ও কার্য করেছিলেন, আদমও সেইরূপ করেছে। খ্রীষ্টের ন্যায় আদমও আমাদের মস্তক এবং প্রতিনিধি। *F. F. Bruce* বলেছেন, ***"ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দুজন আছেন— আদম ও যীশু খ্রীষ্ট, এবং দুজনের সঙ্গে অপর সকল ব্যক্তি একই সূত্রে গ্রথিত আছে।"***

১৬ এবং ১৮ পদ অনুসারে, আদমের পাপের দ্বারা সকল মানুষের কাছে দণ্ডাজ্ঞা উপস্থিত হল, কিন্তু আমাদের কাছে কীভাবে এই দণ্ডাজ্ঞা হস্তান্তরিত হয়েছে, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এই পদে আদমের কাছ থেকে আমাদের প্রতি অপরাধ ও দণ্ডাজ্ঞার আরোপকে বর্ণনা করা হয়েছে *(Immediate Imputation)*।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, যে সকল শিশুরা শৈশবে মারা যায়, তারা সকলে কি অনন্তকালের জন্য হারিয়ে যায়? অবশ্যই নয়।

তবে একথা সত্য যে, প্রতিটি শিশু জন্মমুহূর্ত থেকে আদমের পাপের দণ্ডাজ্ঞার অধীন। কিন্তু বাইবেল পরিষ্কারভাবে শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেকের **ব্যক্তিগত কার্যের ভিত্তিতে** তার বিচার নিষ্পন্ন হবে (মথি ১৬:২৭, রোমীয় ২:৬, প্রকা. ২০:১২, ২২:১২)। এবং যারা শৈশবে মারা যায় তারা উত্তম বা মন্দ কাজ করতে সক্ষম নয়। তাই আমাদের পক্ষে এই বিষয়ে কোন কঠিন মতবাদ তৈরি করা সম্ভব নয়।

কিন্তু *Reformed Theology*-এর প্রাথমিক ভিত্তি অনুসারে এই ব্যক্তিগত কার্য

১) পরিত্রাণের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান সম্বন্ধে ধাপ বা মান নির্ণয় করে না

২) বাক্য ও সংস্কার ইত্যাদি পরিত্রাণের উপায়, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত চরম বিষয় নয়। পরিত্রাণ কেবল অনুগ্রহের সন্ধির প্রতিজ্ঞানুসারে সাধিত হয়।

তাই, **খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সন্তানের শৈশবে মৃত্যু হলে, তাদের বিশ্বাসী পিতামাতারা সন্তানদের অনন্ত জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন** *(Canons of Dort 1: 17)*।

শেষে আমরা ১৯ পদটি দেখব। এই পদের দুটি অংশে দুটি বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম অংশে, আদমের অবাধ্যতা প্রযুক্ত প্রত্যেক মানুষকে পাপীর আসনে বসিয়েছে, তাই তারা আদমের পাপে অপরাধী হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে, খ্রীষ্টের বাধ্যতায়, অনেককে ধার্মিকতার আসনে বসানো হয়েছে।

অর্থাৎ, উপরের এই রোমীয় ৫:১২-২১ পদের ব্যাখ্যায় *Realism* এবং *Direct Imputation* উভয় মতকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। যেহেতু **আদম যখন পাপ করে, তখন সে আমাদের মস্তক ও প্রতিনিধি ছিল, তার পাপের অপরাধ আমাদের প্রতি সরাসরি আরোপিত হয়** *(Direct Imputation)* এবং যেহেতু **আদম যখন পাপ করে, আমরাও তাতে উপস্থিত ছিলাম, আমরা তার পাপের সাথে জড়িত ছিলাম, আর সেই কারণে আমরা প্রত্যেকে দূষিত প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি** *(Realism)*।

তবে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, এ সকলই ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহের গৌরববাণীর প্রেক্ষাপট *(Background)* মাত্র। রোমীয় পত্রের ৫ অধ্যায়ের প্রথম ১১ পদে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহত্বকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

(১) ঈশ্বরের প্রেমের মহত্বের প্রকাশ— *"কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন, কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন"* (রোমীয় ৫:৮)। পরবর্তী ১২-২১ পদ সেই অনুগ্রহ বা প্রেমের ক্রমশ প্রকাশকে আদমের পাপের দ্বারা আমাদের কুৎসিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আঁকা হয়েছে।

(২) আদমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফলস্বরূপ, আমাদের উপর কী নেমে আসে, তার পটভূমিকায় ঈশ্বরের প্রেমের প্রকাশ— *"কিন্তু অপরাধ যেরূপ অনুগ্রহ দানটি সেরূপ নয়। কেননা সেই একের অপরাধে যখন অনেকে মরিল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এবং আর এক ব্যক্তির- যীশু খ্রীষ্টের- অনুগ্রহে দত্ত দান, অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়া পড়িল।" "কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতাদানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে"* (রোমীয় ৫:১৫, ১৭)। ২০ পদে তিনি এমন কথা বলেছেন, ***"যেখানে পাপের বাহুল্য হইল, সেখানে অনুগ্রহ আরও উপচিয়া পড়িল।"*** অর্থাৎ,

(৩) ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের জীবনকে এমনভাবে পূর্ণ করে যে তাঁর আশীর্বাদ আমাদের জীবনে উপচে পড়ে। তাই ঈশ্বরের এই আশীর্বাদ আদমের পাপের মন্দ ফল অপেক্ষা অনেক গুণে বেশি।

এই পদগুলিতে আমরা আদম ও যীশুর মধ্যে সুন্দর তুলনা লক্ষ করতে পারি।

আদম	যীশু
১) আদমের মাধ্যমে মৃত্যু এসেছে।	১) যীশুর মাধ্যমে অনন্ত জীবন এসেছে।
২) আদমের পাপের জন্য আমরা পাপী সাব্যস্ত হয়েছি।	২) যীশুর বাধ্যতার জন্য আমরা ধার্মির গণিত হয়েছি।
৩) আদমের জন্য আমরা দণ্ডাজ্ঞার অধীন হয়েছি।	৩) যীশুর জন্য আমরা ন্যায়বিচার লাভ করেছি ও স্থায়ীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছি।